স্পেনীয়

মুসলমান সভ্যতা।

উদ্বোধন,' 'উচ্ছ্বাস,' 'নব উদ্দীপনা,' 'স্ত্রীশিক্ষা,' 'স্পেনীয়
মুসলমান সভ্যতা,' 'সুচিন্তা,' 'আদব কায়দা শিক্ষা,'
'তুরস্ক ভ্রমণ,' 'তুর্কী নারীজীবন,' 'সঙ্গীত-
সঞ্জীবনী,' 'স্পেনবিজয় কাব্য,' 'রাজ-
নন্দিনী' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা—

গাজী

সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী

(কবি সোলতান ও ওয়ায়েজুল এস্‌লাম)

প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ—পরিবর্দ্ধিত।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[illegible] সাল।

জুন [illegible]।

।/০ আনা।

নিবেদন

৭১২ খৃষ্টাব্দে বীর তারেখ স্পেনদেশ জয় করেন। আমার স্পেনবিজয় কাব্যে সে অতুলনীয় বিজয়-গৌরবের কাহিনী ছন্দোবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বিজয়ের পরে মোস্‌লেমগণ প্রায় সপ্ত-শত বর্ষ প্রবল পরাক্রমে এবং অতুল গৌরবে সমগ্র ইথ্রিয়া উপদ্বীপ অর্থাৎ স্পেন ও পর্ত্তুগাল শাসন করেন। আফ্রিকা এবং এশিয়া হইতে লক্ষ লক্ষ মোস্‌লেম যাইয়া স্পেনে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

স্পেন এইরূপে মুসলমানদিগের জন্মভূমি কর্ম্মক্ষেত্র এবং গৌরবের লীলা-নিকেতনে পরিণত হয়। অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন বর্ব্বর ইউরোপে, এই স্পেন সাম্রাজ্য হইতেই জ্ঞানবিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য এবং শিল্পকলার সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত হয়। সভ্যতার তীব্রোজ্জ্বল আলোক-শিখা, মুসলমান-স্পেনের কর্ডোভা, গ্রাণাডা, ভালেন্সিয়া,

বার্সিলোনা, করুণা, জিন মালাগা প্রভৃতি নগর হইতেই ইউরোপ খণ্ডে প্রকীর্ণ হইয়াছিল।

আধুনিক জগতের ভাগ্যচক্রের বিধানকর্ত্তা এবং সভ্যতার পরিরক্ষক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মাণ, অষ্ট্রীয়ান প্রভৃতি জাতি এই স্পেনীয় অতুল মনীষাসম্পন্ন জ্ঞান-দৃপ্ত গৌরবোজ্জ্বল মুসলমানদিগেরই শিষ্য। খৃষ্টীয় জগতের ধর্ম্মগুরু এবং ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচিত রোমের পোপ সালিভান পর্য্যন্ত স্পেনে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা, স্পেনীয় সেই মোস্লেম সভ্যতা ও শিক্ষার স্ফুটতর বিকাশ মাত্র। স্পেনীয় মুসলমানদিগের সেই জ্ঞানচর্চ্চা এবং সভ্যতার ইতিবৃত্তি অতি বিপুল বিরাট্ ও বিশাল! সে গৌরব-কাহিনী অন্ততঃ সহস্র পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে, আমি প্রাণে কিছু সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু অধম আমি, ঈশ্বর-কৃপায় যে সমস্ত কাব্য, মহাকাব্য, প্রবন্ধ, ইতিহাস এবং উপন্যাস রচনা করিয়াছি—যাহা মুদ্রিত হইয়া

প্রকাশিত হইলে, বঙ্গীয় মোস্‌লেম সমাজে এক নবজীবন ও নব আশার সঞ্চার হইত; দরিদ্রতা-নিবন্ধন সেই সমস্ত প্রকাশ করিতে না পারায়, অতীব মনঃকষ্টে দিন যাপন করিতেছি।

এ অবস্থায় স্পেনের বিরাট্ ইতিহাস লেখার পরিবর্ত্তে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করা ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই। ইহা পাঠে নব্যযুবক এবং ছাত্রদিগের প্রাণে আত্ম-গরিমা এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব কথঞ্চিৎরূপে ফুটিয়া উঠিলেও, দগ্ধ প্রাণ শীতল হইবে। ইতি

বাণীকুঞ্জ,
সিরাজগঞ্জ।

সৈয়দ সিরাজী।
১লা বৈশাখ, সন ১৩২৩ সাল।

স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা।

প্রাচীনকালে সভ্যতা, সৌন্দর্য্য ও শিক্ষার বিচিত্র লীলাভূমি ও কীর্ত্তিমন্দির বলিয়া যে সমস্ত মহানগরী খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তন্মধ্যে গৌরবোন্নত, সৌন্দর্য্য-সমলঙ্কৃত, সমৃদ্ধি-সম্পন্ন স্পেনের কর্ডোভা মহানগরী অন্যতম। বোগদাদ ব্যতীত কর্ডোভা মহানগরীর সহিত অপর কোনও নগরীর নামও উল্লিখিত হইবার যোগ্য নহে। স্পেনকে পরী বলিয়া কল্পনা করিলে কর্ডোভাকে তাহার চক্ষু বলিয়া স্থান

দিতে হয়। প্রাচীন আরব ঐতিহাসিকগণ কর্ডোভাকে স্পেনের পাত্রী বা ক'নে (Bride) বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গৌরবের দিনে কর্ডোভার ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য, শিক্ষা ও সভ্যতা, শিল্প ও বাণিজ্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, আমোদ প্রমোদ ও বিলাস-উল্লাস, একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া ইহাকে কবি-চিত্ত-সম্মোহন কল্পনাতীত সুন্দরী ও সুখময়ী করিয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশের ভ্রমণকারিগণ কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে কর্ডোভার বিশ্ব-বিশ্রুত সৌন্দর্য্য-গরিমায় মুগ্ধ হইয়া তদ্দর্শনার্থ আগমন করিতেন এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ইহার গঠন-সৌন্দর্য্য, পরিচ্ছন্নতা, সুখশান্তি এবং বিপুল ঐশ্বর্য্যচ্ছটায় স্তম্ভিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা কীর্ত্তনে আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিতেন।

অন্ধতমসাচ্ছন্ন অসভ্য এবং বর্ব্বরপ্রকৃতি খ্রীষ্টানগণ উত্তর কালে শিক্ষা ও সভ্যতার

যে আলোকে ইউরোপকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে; শিক্ষা ও সভ্যতার সেই প্রদীপ্ত আলোকভাণ্ড কর্ডোভাতেই বিশেষরূপে প্রজ্বলিত হইয়াছিল।

পাঠক! মনে রাখিবেন, মুসলমান-স্পেনের কর্ডোভা নগরী হইতে যখন সভ্যতার স্বর্গীয় প্লাবন, জ্ঞান-বিদ্যাশিক্ষার উত্তাল তরঙ্গমালা বক্ষে ধারণ করিয়া কুসংস্কার-জঞ্জাল-পরিপূর্ণ ইউরোপকে বিপ্লাবিত এবং বিধৌত করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে তীব্রবেগে ছুটিয়া পড়িতেছিল; তখন বর্ত্তমান জ্ঞানগর্ব্বিত সভ্যতা-প্রদীপ্ত ইংরাজ, ফরাসী, এবং জর্ম্মাণ জাতির পূর্ব্ব-পুরুষগণ পর্ব্বতগহ্বরে এবং গভীর কাননাবাসে বন্য ফল মূল এবং আম-মাংসে উদরপূর্ত্তি করিয়া আপনাদের বন্যজীবন অতিবাহিত করিত। নগরবাসিগণ সামান্য পর্ণকুটীরে মৃগচর্ম্ম-জাত-পরিচ্ছদাদি নির্ম্মাণে এবং যুদ্ধ কলহে আপনাদের বর্ব্বরজীবনের অভিনয় করিত। স্পেনে যখন

দর্শন-বিজ্ঞানের জ্ঞানগর্ভ সূক্ষ্ম সমালোচনায় মুসলমান মনীষিবৃন্দ ব্যাপৃত ও আবিষ্কার উদ্ভাবনার সূত্র নির্ণয় এবং গুপ্ততত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিতেছিলেন, খ্রীষ্টিয়ান জাতির ধর্ম্মাচার্য্যগণ তখন কোনরূপে লাটিন ভাষায় নাম স্বাক্ষর করিয়া আপনাদের বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদান করিতেন। গ্রীসে তখন অজ্ঞানতার অমাবস্যা বিরাজমান। সান্দ্র-তমোময় খ্রীষ্টিয়ান ইউরোপের মধ্যে একমাত্র কনষ্টাণ্টিনোপলে রোমীয় সভ্যতার বিকট বিকৃতি, নিতান্ত ক্ষীণরশ্মি কালিমাময় প্রদীপের ন্যায় স্তিমিত-ভাবে প্রজ্বলিত হইয়া, সেই ভীষণ অন্ধকারে কেবলমাত্র বিভীষিকাই উৎপন্ন করিতেছিল।

নগরী-কুল-সাম্রাজ্ঞী কর্ডোভা সুন্দরীর সৌন্দর্য্যচ্ছটা ও ঐশ্বর্য্যঘটা,—খলিফাদিগের অজস্র অর্থব্যয় ও প্রাণগত চেষ্টা, ভাস্কর কারু ও স্থপতিগণের আশ্চর্য্য কারুকৌশল ও গঠননৈপুণ্য এবং নাগরিকগণের বিলাস-বিভ্রম-

প্রিয়তায় বাসন্তী পূর্ণিমার কৌমুদীজাল-বিস্নাত-নিসর্গের উন্মুক্ত-সৌন্দর্য্যের স্বর্গীয়-লীলাভঙ্গীর বিচিত্র পটের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। মহা-নগরী কর্ডোভার তুষার-ধবল-স্নেহমসৃণ মর্ম্মর প্রস্তর-বিনির্ম্মিত, কারুকার্য্য-শোভিত অসংখ্য প্রাসাদ ও সৌধ, নানাজাতীয় সুস্বাদু সুদৃশ্য ও সুগন্ধ ফলফুলের তরুলতা-শোভিত মাধবী-সুষমাসম্পন্ন চিত্তবিনোদন উদ্যানাবলী, সুপ্রশস্ত পরিচ্ছন্ন প্রস্তরাস্তরণাবৃত-ঋজু-রথ্যাবলী, কমল-দল-শোভিত সুপেয় স্বচ্ছ পয়োপূরিত প্রশস্ত সরোবর সকল, শ্যামলতৃণশষ্প-মণ্ডিত বিস্তৃত ময়দান, নাগরিকগণের উৎকৃষ্ট ক্ষৌম পরিচ্ছদ, সদাচার ও সদালাপ, তাহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান এবং শস্ত্রপটুতা, দিগ্বিজয়ী বীরেন্দ্রবৃন্দের অধ্যবসায় এবং রণনৈপুণ্য, অধ্যাপক ও পণ্ডিতবর্গের জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা, কলেজ ও পাঠশালার অসংখ্য ছাত্রের সহর্ষ কোলাহল, খরস্রোতা ওয়াদীঅল-কবীরের (গোয়াডেল

কুইভার) মর্ম্মর-মণ্ডিত তীরে অধিবাসীদিগের সান্ধ্যভ্রমণ, ময়দানে অশ্ব-ধাবন ও চৌগন-ক্রীড়া, (পলো) অপরাহ্ণে এবং জ্যোৎস্না-স্নাত-প্রফুল্ল-যামিনীতে নদীবক্ষে নানা বর্ণের নানা আকারের তরণীমালার অভিযান, পথিক ও ভ্রমণকারী-দিগের আশ্রম-গৃহ, নানা দেশীয় বিলাস-সামগ্রী-সম্ভারপূর্ণ বাজার ও বিপণি সমূহ, বিবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থপূর্ণ লাইব্রেরী. অসংখ্য স্নানাগার, নদীতীরের হাওয়াখানা এবং বুরুজ, স্বর্ণচূড় রমণীয় মস্‌জিদ সমূহ, অভ্রভেদী সুদৃঢ় দুর্গ, বিস্তৃত পরিখা এবং মনোহর রাজপ্রাসাদনিচয় ইত্যাদির মনোরম দৃশ্যে ইহা ভুবনমোহিনী নগরীকুল-রাণী বলিয়া বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ফলতঃ তৎকালের সুসভ্য ও সমুন্নত জাতির নাগরিক জীবনের যাবতীয় আবশ্যকীয় উপকরণ এবং দ্রব্য একত্র সম্মিলিত ও সুশৃঙ্খলিত হইয়া কর্ডোভাকে ভূস্বর্গে পরিণত করিয়াছিল! কার্ডোভার নাগরিকগণ

সুশিক্ষিত এবং সুমার্জ্জিত রুচি-সম্পন্ন ছিলেন। কাব্য ও সঙ্গীতালোচনা, লালিতকলা ও সুকুমার বিদ্যাচর্চ্চা সম্ভ্রান্তবর্গের আদরণীয় ছিল।

ডোজী (Dozey) লেন্‌পুল (Lane Pool) আল্‌মেকারী বলেন, "গৌরবের দিনে কর্ডোভার বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞান-গরিমার পরিসীমা করা দুষ্কর ছিল!" ইউরোপের মধ্যে কর্ডোভাতেই সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ ধী-সমৃদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী পরিদৃষ্ট হইত। কর্ডোভার বিদ্যোৎসাহী সোলতান এবং খলিফাগণের রাজসভা এবং রাজপ্রাসাদ উভয়ই সর্ব্বপ্রকার বিদ্যালোচনার আশ্রয়স্থান এবং জ্ঞান, বিদ্যা ও বীরত্বের সম্মানভূমি ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী এখানে উচ্চশ্রেণীর কবিভাশালী রাজনীতিবিশারদ মন্ত্রিগণ, শাসনপটু গভর্ণর-গণ, বিচারক্ষম বিচারক এবং আইনজ্ঞ ব্যবহারাজীবগণ, তত্ত্বগ্রাহী বৈজ্ঞানিকবর্গ, শত্রুন্তপবীরেন্দ্রবৃন্দ, বংশপরম্পরায় জন্মগ্রহণ

করিয়া কর্ডোভাকে পবিত্র এবং গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব এবং চিকিৎসাবিদ্যা এখানে আশাতীত উন্নতি লাভ করে। বাণিজ্য ও শিল্পকলার অপূর্ব্ব শ্রী এখান হইতে ইউ-রোপের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জ্যোতিষ, কবিত্ব ও সঙ্গীতবিদ্যা কর্ডোভাতেই পুষ্টি লাভ করে। পাঠক! শুনিলে আবাক্ হইবেন যে, কর্ডোভার গোলাম এবং নাবিকগণের মধ্যেও অন্যান্য নগরের নাগরিকগণ অপেক্ষা সঙ্গীত ও কবিত্বে অধিকতর অনুরাগ ও কৃতিত্ব ছিল। দশম শতাব্দীতে মোস্লেম-স্পেনের রাজধানী কর্ডোভাতে প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স নগরীর জ্ঞানচর্চ্চা ও শিক্ষানুরাগ এবং প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের মহারাজধানী রোম নগরের বিলাস-উল্লাস ও বীরত্বাভিনয়ের বিচিত্র দৃশ্যের একত্র সমাবেশ পরিদৃষ্ট হইত। মুরিস আরবদিগের দেহ এবং বাহ্যপ্রকৃতি রোমীয়

এবং মন ও অন্তর্-প্রকৃতি গ্রীসীয় ছিল। বোধ হইত যেন রোমীয়দিগের দেহ এবং গ্রীকদের আত্মা লইয়া মুরিস আরবগণ ভূমণ্ডলে নব-জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। বস্তুতঃই তাঁহাদের দেবতুল্য অমায়িকতা ও সৌজন্য এবং অগ্নিময় বীরত্ব ও অসামান্য পাণ্ডিত্য তাহাদিগকে এক অসাধারণ জাতিতে পরিণত করিয়াছিল। কর্ডোভা এই অসাধারণ জাতির জীবনের বিকাশ-ভূমি ও কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। বর্ত্তমান সময়ে কর্ডোভার সেই অতীত-শ্রী, ঐশ্বর্য্য ও সভ্যতা-গরিমা বিলুপ্ত হইয়াছে। স্পেন এখন মুসলমানশূন্য, কর্ডোভা প্রাণশূন্য! তথাপি ইহার ধ্বংসাবশেষ দর্শনে বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইতে হয়। ভগ্ন অট্টালিকার মর্ম্মর-প্রস্তরের স্তূপমালা, ইদানীং কাননে পরিণত-উদ্যানাবলী, বন্যজন্তু-নিবাস—দুর্গ ও গড়, মহাপ্রাসাদ আল্‌কসারের বিরাট্ ধ্বংসাবশেষ এবং ভূপতিত ও গির্জ্জায় পরিণত মস্‌জিদনিচয় দর্শন

করিলে, এখনও ভাবুক ও পর্য্যটক, প্রাচীন কর্ডোভার শ্রী ও ঐশ্বর্য্য কল্পনাপথে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন! পাঠক! খ্রীষ্টীয় পর্য্যটকগণ পর্য্যন্ত কর্ডোভার ধ্বংসাবশেষ দর্শনে অশ্রু সম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়াছেন। ওয়াসিংটন আইরভিং এবং ডন পাস্‌কল প্রভৃতি মুসলমানবিদ্বেষী খ্রীষ্টান ঐতিহাসিকগণও কর্ডোভার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া ভাবাবেশে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন! যাবতীয় খ্রীষ্টীয়ান ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে কর্ডোভার অপূর্ব্ব গৌরবকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন এবং সজলনয়নে দুঃখিত অন্তঃকরণে ইহার পতন ও ধ্বংসে অসভ্য স্পানিয়ার্ডদিগকে তিরস্কারপূর্ব্বক সমধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া দুঃখ ও লজ্জায় একান্ত ম্রিয়মাণ হইয়াছেন! এখনও গোয়াডেলকুইভারের * বক্ষে সেই বিরাট্

---

* আরবী ওয়াদী আলকবির (বৃহৎ নদী) হইতে গোয়াডেল কুইভার শব্দের নিষ্পত্তি হইয়াছে।

মুরিস সেতু বিদ্যমান থাকিয়া কর্ডোভার আশ্চর্য্য স্থাপত্য-কৌশলের পরিচয় প্রদান করি:তছে। উম্মিয়া বংশীয় সোলতানের প্রথম মস্‌জিদ এখনও বর্ত্তমান রহিয়া ভাস্কর-নৈপু-ণ্যের কারুকৌশলের মহিমা ব্যক্ত করিতেছে!

প্রাতঃস্মরণীয় খলিফা তৃতীয় আব্দর রহমানের সময় হইতে কর্ডোভা উত্তরোত্তর দ্রুতবেগে উন্নত ও সমৃদ্ধ হইতে থাকে। গোয়াডেলকুইভারের উভয় তীরে রম্য হর্ম্ম্যা-বলী, উপবন এবং তুঙ্গশীর্ষ মস্‌জিদের শ্রেণী, দশ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গোয়াডেল কুইভারের উভয় তীরে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বাদশ সহস্র নগরের পত্তন হইয়াছিল। পৃথিবীর কোনও নদীতীরে এত অধিক সংখ্যক নগরের আর কখনও পত্তন হয় নাই! মুরিস আরবগণ কৃষিবিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা ও কৌশল প্রকাশ করিতেন। তাহাদের যত্ন ও কৌশলে নানা-দেশীয় নানাবিধ দুর্ল্লভ বৃক্ষলতাদি রোপিত

হইয়া স্বাভাবিক ভাবে বর্দ্ধিত এবং ফলিত হইত। উম্মিয়া বংশের প্রথম সোলতান আব্দর রহমান তাঁহার পিতামহ হিশাম কর্ত্তৃক বিরচিত বাল্যকালের ক্রীড়াভূমি দামেস্কের শাহী-উদ্যানের অনুরূপ একটী বিরাট্ রমণীয় উদ্যান কর্ডোভা নগরীতে প্রস্তুত করেন। সোলতান পৃথিবীর নানাদেশের বিভিন্ন উদ্যানে লোক পাঠাইয়া এই উদ্যানের জন্য নানাজাতীয় বৃক্ষলতা, তৃণগুল্ম ও বীজ সংগ্রহ করিয়া অপরিসীম যত্নে তৎসমুদয়কে পুষ্পিত ও ফলিত করেন। দামেস্কের খর্জ্জুর সর্ব্ব প্রথমে এই উদ্যানেই রোপিত হইয়াছিল। এখান হইতেই পরে সমগ্র স্পেন ও ইউ-রোপের বিভিন্নদেশে খর্জ্জুর বৃক্ষ সমুৎপন্ন হয়। উদ্যানপালগণ উদ্ভিদ্‌বিদ্যা এবং রাসায়নিক বিদ্যায় এমনি পারদর্শী ছিলেন যে, তাঁহারা অতি সত্বর নানাদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন জল বায়ুতে উদ্ভূত বৃক্ষলতাদি অতীব আশ্চর্য্য

রূপে স্বাভাবিক ভাবে বর্দ্ধিত ও ফলিত করিয়া তুলিতেন। এই উদ্যান হইতেই সর্ব্বপ্রথমে স্পেনের সর্ব্বত্র এসিয়ার নানাজাতীয় বৃক্ষ-লতাদি বংশ বিস্তার করিয়াছিল। এইরূপে সিরিয়া প্রদেশের উৎকৃষ্ট দাড়িম্ব, আখ্‌রোট, জলপাই, কুঙ্কুম, ইক্ষু, তিল, পেস্তা এবং বিবিধ প্রকারের ফুল প্রভৃতি প্রথমে স্পেনে এবং তথা হইতে ভূমধ্য-সাগরের দ্বীপব্যূহে ও ইটালী ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বিস্তৃতি লাভ করে। স্পেনের অসংখ্য উদ্যানে জল সিঞ্চনের উত্তম বন্দোবস্ত ছিল। অসংখ্য সীস-নির্ম্মিত নল সংযোগে পাহাড়ের ঝরণার নির্ম্মল জল সরবরাহ করা হইত। এই সমস্ত জলরাশি, অসংখ্য কৃত্রিম উৎস, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, সরোবর, চৌবাচ্চা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নহরে উৎসারিত, সঞ্চিত ও প্রবাহিত হইত। আরব জাতির জল-সরবরাহের প্রণালী সর্ব্বত্রই প্রশংসনীয় এবং উত্তম ছিল।

আরবগণ মরুবাসী ছিলেন বলিয়া শ্যামল-তরু-কুঞ্জময়-রমণীয়-উদ্যান, কুলুকুল-নাদিনী নির্ঝরিণী ও জলের উৎস তাহাদের নিকট নিতান্ত প্রীতিপ্রদ এবং চিত্তবিনোদন বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

সোলতানদিগের প্রাসাদ সমূহ সৌন্দর্য্যে এবং প্রিয়-দর্শন-দুর্ল্লভ-দ্রব্য-সম্ভারে নিতান্তই চিত্তাকর্ষক ও মনোজ্ঞ ছিল। ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে প্রাসাদগুলির অতুলনীয় জাঁকজমক এবং সৌন্দর্য্যবাহুল্যের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। প্রাসাদগুলির সিংহদ্বারের সম্মুখে কোথাও বা গোয়াডেলকুইভারের খরস্রোত প্রবাহিত হইত, আবার কোথায়ও বা সুবিশাল সবুজ ময়দান রম্যদৃশ্য প্রকটন করিত। প্রত্যেক প্রাসাদ হইতে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত বর্ত্ম জামে-মস্‌জিদের সহিত সংলগ্ন করা হইয়াছিল। প্রতি শুক্রবারে স্বর্ণ ও মণি-মুক্তা-খচিত উজ্জ্বল পরিচ্ছদ-পরিহিত দেহরক্ষী সৈন্য

এবং পার্শ্বচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সোলতান ও শাহ্‌জাদাগণ অপূর্ব্ব জাঁকজমক ও বাদ্যোদ্যমসহ এই পথ দিয়া জামে-মস্‌জিদে গমন করিতেন। গ্রীষ্মকালে সবুজবর্ণের এবং শীতকালে রক্তবর্ণের বহুমূল্য গালিচা এবং মখ্‌মল এই পথে বিস্তৃত করিয়া তদুপরি কুসুমজাল বিকীর্ণ করা হইত! প্রাসাদগুলির মধ্যে, কোনটীর নাম পুষ্প-প্রাসাদ, কোনটীর নাম প্রেম-প্রাসাদ, কোনটীর নাম মুকুট-প্রাসাদ ইত্যাদি ছিল। উম্মিয়া বংশের প্রাচীন কীর্ত্তিভূমি এবং রাজধানী দামেস্ক নগরীর নামানুযায়ী একটী প্রাসাদ দামেস্ক-প্রাসাদ বলিয়া কথিত হইত। এই প্রাসাদ দামেস্কের প্রাসাদের অনুকরণেই নির্ম্মিত ও সজ্জিত করা হইয়াছিল। মার্ব্বেল প্রস্তরের স্তম্ভাবলীর উপরে ইহার স্বর্ণরাগ-রঞ্জিত বিরাট ছাদ ছিল। ইহার মেজেতে মণিমুক্তা রজত-কাঞ্চনের দ্বারা নীল, শ্বেত ও রক্তপ্রস্তরের জমিনে বিবিধ

কারুকার্য্য খচিত করা হইয়াছিল। এই প্রাসাদটী কর্ডোভা নগরীর মধ্যে, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ছিল। একজন আরব-ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন "এই প্রাসাদের ন্যায় রমণীয় প্রাসাদ আর দেখিতে পাওয়া যায় না!" কেবল পুষ্প-পুঞ্জ-মণ্ডিত মঞ্জুলতা-কুঞ্জে এবং শীতল জল-শীকর-সম্পৃক্ত-সুমন্দ-সমীরণ-সঞ্চারে ইহার উদ্যান শুধু প্রীতিপ্রদ ও স্বাস্থ্যজনক ছিল না; পরন্তু গোলাপ-জলের বৃহৎ বৃহৎ কৃত্রিম সরোবর, পৃথিবীর নানা দেশ হইতে সংগৃহীত নানা জাতীয় জলচরপক্ষী-সমন্বিত এবং কমলদল-শোভিত আশ্চর্য্য ঝিল, এবং নানাবর্ণের মৎস্যসমাকুলিত কুলুকুলুনাদিনী নির্ঝরিণী প্রবাহিত ছিল। এই প্রাসাদে দিবা-রজনী সমভাবে বহুমূল্য আম্বর-চন্দন বিবিধ সুগন্ধি প্রজ্বলিত হইয়া প্রাসাদের বায়ুপ্রবাহকে সুরভিত করিয়া রাখিত, গোলাপ-সরোবর হইতে সুগন্ধ বাষ্প উত্থিত হইয়া উদ্যানের

প্রবাহকে সুশীতল ও সুগন্ধিযুক্ত করিত। প্রাসাদের আকাশভেদী সুদৃশ্য ও সুরঞ্জিত গম্বুজ সমূহে সুবৃহৎ পতাকা উড্ডীন হইয়া বিজয়-গৌরব ঘোষণা করিত। কর্ডোভা মহা নগরীর বহুসংখ্যক উদ্যানের মধ্যে কতিপয় উদ্যান অতীব বিশাল এবং আশ্চর্য্য শোভাময় ছিল। 'জল-চক্র-উদ্যানে' একটী সুবৃহৎ জলযন্ত্র দ্বারা জলরাশি উৰ্দ্ধে উত্তোলিত এবং বৃক্ষ-বাটিকায় সিঞ্চিত হইত। উদ্যানের ক্ষেত্র-গুলি এই শব্দায়মান জলযন্ত্রের জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইত।

উদ্যানের প্রত্যেক তরুশ্রেণীর পার্শ্ব দিয়া নির্ম্মল জলধারা প্রবাহিত হইত। নানা প্রকারের সুদৃশ্য ফোয়ারায় দিবারাত্র সলিল উৎক্ষেপ হইত। গ্রীষ্মকালে "ঝরণা ময়দানে" নাগরিকগণের বায়ু সেবন নিত্য প্রয়োজনীয় ছিল। এই মখ্‌মল-কোমল-শ্যামল-তৃণদল সমাবৃত ময়দানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত শত নির্ঝরিণী

প্রবাহিত হইত। নির্ঝরিণীগুলি কোথায়ও ত্রিকোণাকার, কোথায়ও বৃত্তাকার, কোথায়ও বহু ভুজাকার, কোথায়ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার সুদৃশ্য পুষ্পকুঞ্জ ও লতাগৃহ বেষ্টন করিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া বহিয়া যাইত। উদ্যানে বিশ্রামের জন্য মার্ব্বেলপ্রস্তরের শত শত আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। অসংখ্য প্রকারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মৎস্য সমূহ সলিল-ক্রীড়া করিয়া নাগরিকগণের নয়ন-রঞ্জন করিত। রবিতাপতপ্ত-নিদাঘ-অপরাহ্নে এখানে ভ্রমণ করা বড়ই আরামজনক ও স্বাস্থ্য-প্রদ ছিল। খরস্রোতা গোয়াডেলকুইভারের স্ফীতপ্রবাহ নাগরিকগণের পক্ষে বিশেষ আমোদজনক ছিল। সংখ্যাতীত চিত্র বিচিত্র তরণীমালায় নদীবক্ষ সমাচ্ছন্ন-প্রায় থাকিত। সপ্তদশটী সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় প্রস্তরনির্ম্মিত খিলানের উপরে এক বিরাট্ সেতু নির্ম্মাণ করিয়া নদীর উভয়তীর সংযুক্ত করা হইয়াছিল। এই বিরাট্ সেতু অদ্যাপি অক্ষত

অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়া মুরিসদিগের স্থাপত্য-কৌশল-মহিমা পরিব্যক্ত করিতেছে। নগরীতে সম্ভ্রান্তবর্গ ও আমীর ওমরাহ ইত্যাদির পঞ্চাশ সহস্রেরও অধিক বাটী ছিল। এই সমস্ত বাটীই মর্ম্মরমণ্ডিত, সুগঠিত ও সুদৃশ্য প্রাসাদ-নিচয়ে সুশোভিত ছিল। সাধারণ লোকের বাটীর সংখ্যা এক লক্ষ ছিল। উপাসনার জন্য সপ্তশত মস্জিদ এবং স্নানের জন্য নয় শত স্নানাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুরিস আরবগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ ছিল। পরিচ্ছন্নতা এবং নির্ম্মলতা মুসলমান ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ। অপবিত্র ও মলিন অবস্থায় কোনও মুসলমান ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অধিকারী নহে। পাঠক! মনে রাখিবেন, মুসলমানগণ যখন স্পেনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন-তার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ইউরোপের খ্রীষ্টানগণ তখন মলিনতা ও অপরিচ্ছন্নতার আদর্শস্থল ছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক লেনপুল

বলেন "শরীরে জল স্পর্শ না করা খ্রীষ্টানগণ বিশেষ গৌরবাত্মক বলিয়া মনে করিত।" পাদ্রিগণ চিরজীবন অস্নাত অবস্থায় যাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিত। বিশেষ অনিবার্য্য কারণে কদাপি কখনও স্নান করিতে হইলে, তাহাদের অনুতাপের পরিসীমা থাকিত না। ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন, "জনৈক মঠাধ্যক্ষা সন্ন্যাসিনী তাঁহার ষষ্টি বৎসর বয়সে রাজকীয় ক্যাথালিক গির্জ্জায় খ্রীষ্টের ভোজে হস্তের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ একবার মাত্র ধৌত করিয়াছিলেন; ইহা ব্যতীত তিনি সমস্ত জীবনে কদাপি শরীরের অপর কোনও অঙ্গ ধৌত করিয়াছিলেন না। এই বৃত্তান্ত তিনি অত্যন্ত গর্ব্বের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন!" ফলতঃ শারীরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অনুশাসনও নহে। এই বিংশ শতাব্দীতে সমুন্নত খ্রীষ্টানগণও মলমূত্র ত্যাগ করিয়া জল ব্যবহারের আবশ্যকতা এখনও উপলব্ধি করিতে

পারেন নাই। মুসলমান-অধিকৃত স্পেন, অসভ্য খ্রীষ্টান-হস্তে পতিত হইবার পরে ইংলণ্ডের রাজ্ঞী মেরীর স্বামী দ্বিতীয় ফিলিপের আদেশে স্পেনের যাবতীয় স্নানাগারগুলি ঐস্লামিক স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া ধ্বংস করা হইয়াছিল!

জামে মস্‌জেদ।

সৌধ-কিরীটিনী নগরী-কুলরাণী কর্ডোভা-সুন্দরীর সৌন্দর্য্য ও গৌরবের সর্ব্বপ্রধান অলঙ্কার এবং নিদর্শন ছিল—ইহার অতুলনীয় জামে মস্‌জেদ। পাঠকদের মধ্যে যাঁহারা দিল্লীর জামে এবং পাণ্ডুয়ার আদিনা মস্‌জেদের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন, তাঁহারা জানিয়া রাখুন যে, কর্ডোভার জামে মস্‌জেদের বিশালতা, সৌন্দর্য্য, জাঁকজমক, কারুকার্য্য-সমৃদ্ধি ও দৃঢ়তার তুলনায় দিল্লী, আদিনা, দামেস্ক বা বোগ্‌দাদের কোনও মস্‌জেদই

তুলিত হইতে পারে না। ৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সোলতান প্রথম আব্দর রহমান অশীতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে এই মস্‌জেদের পত্তন করেন। তৎপরে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণ পুত্র সোলতান হিশাম 'নারবণ' নগর ধ্বংস ও লুণ্ঠন করিয়া তাহার সমগ্র ঐশ্বর্য্যব্যয়ে ৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মস্‌-জেদের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী প্রত্যেক সোলতানই এই বিরাট্‌ মন্দিরের আয়তন, সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন। কেহ ইহার উদ্যান সুসজ্জিত এবং ফোয়ারার সংখ্যা বৃদ্ধি করেন; কেহ ইহার প্রাচীরগুলি স্বর্ণমণ্ডিত এবং গম্বুজগুলি স্বর্ণ-কলস ও ছত্রে সুশোভিত করেন; কেহবা স্বর্ণাক্ষরে আল্‌কোরাণের প্রবচনাবলী অঙ্কিত করিয়া দেন; এবং কেহ কেহ ইহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই প্রকারে শতাব্দীর পর শতাব্দী এই বিরাট্‌ ব্রহ্ম-মন্দিরের গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া ইহাকে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়

করিয়া তুলিয়াছিল। ৫০টী খিলান ও ১২৯৩টী মার্ব্বেল স্তম্ভের উপরে ইহার অভ্রভেদী গম্বুজ-মালা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার মেজেতে রৌপ্য গলাইয়া আস্তরণ করা হইয়াছিল। শুভ্র-রজত জমিনের উপরে লতাপর্ণ এবং মৌক্তিক পুষ্প-দাম অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকাশ করিত। মার্ব্বেল স্তম্ভগুলির গাত্রে রজত-কাঞ্চন-বিনির্ম্মিত মণি-মুক্তা-খচিত পুষ্প-পত্রময় স্বভাব-রঞ্জন বল্লরী-দাম স্বর্গীয় সুষমা বিস্ফুরিত করিত। স্তম্ভা-বলীর শীর্ষদেশে গ্রীস এবং বাইজাণ্টাইনের ভাস্কর ও কারুগণ কর্ত্তৃক অপূর্ব্ব ভাবে লতা-কুঞ্জ খোদাই করা হইয়াছিল। ছত্রিশ সহস্র দ্বিরদ-দন্তে এবং উৎকৃষ্ট কাষ্ঠখণ্ডে অসংখ্য মণিমুক্তা এবং সুবর্ণ-নির্ম্মিত কীলকে মস্‌জেদের প্রকাণ্ড বেদী (মিম্বর) রচিত হইয়াছিল। চারিটী বৃহৎ ঝরণা দ্বারা দিবানিশি পর্ব্বত হইতে নির্ম্মল জলধারা এই মস্‌জেদের অসংখ্য জলপাত্র, চৌবাচ্চা এবং নালায় প্রবাহিত করা

হইত। মস্‌জেদের পশ্চিম পার্শ্বে, অন্ধ আতুর-দিগের অনাথাশ্রম এবং পান্থদিগের জন্য পান্থ-শালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। পথিক এবং অনাথ আতুরগণ এখানে উপযুক্ত ভরণ পোষণ পাইত। উজ্জ্বল কাংস্য-নির্ম্মিত কারুকার্য্যময় নানা আকারের শত শত প্রদীপ ও ফানুস রাত্রিকালে উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় মস্‌জেদের আশ্চর্য্য সুষমা ষোলকলায় প্রদীপ্ত করিয়া তুলিত। পবিত্র রমজান মাসে ৫০ পাউণ্ড ওজনের একটী মোমবাতি দিবারাত্র ধর্ম্মোপ-দেষ্টার পার্শ্বদেশে প্রজ্বলিত হইত। এতদ্ব্যতীত কাচনির্ম্মিত, স্বর্ণখচিত সুগন্ধি-তৈলের দশ সহস্র ঝাড়, দেওয়ালগিরি, ফানুস ও লণ্ঠন প্রজ্বলিত হইয়া ইহাকে আলোক-প্রাসাদে পরিণত করিত! তিন শত ভৃত্য, আম্বর-চন্দন জ্বালা-ইতে, উপাসকদিগকে আতর ও গোলাপ বিতরণ করিতে, প্রদীপ প্রজ্বালন এবং তৈল সুগন্ধ করিবার জন্য নিযুক্ত থাকিত। মস্‌জেদের

রক্ত নীল সবুজ প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীরের বহি-
র্ভাগের বিচিত্র কারুকার্য্য, লতা-পাতার অঙ্কন,
জানালাগুলির সূক্ষ্ম ও মসৃণ জাফরীর কার্য্য
এবং সুবিরাট্ একবিংশতিটী দ্বারের কাংস্য-
কপাট ইত্যাদি সমস্তই অতুলনীয় সুন্দর এবং
মসৃণ ও সুদৃঢ় ছিল। ইহার বিশাল প্রাঙ্গণে
কমলা, দ্রাক্ষা, মার্ব্বেল, সাইপ্রাস এবং নয়ন-
মোহন কুসুমশোভিত তরুপুঞ্জে পূর্ণ ছিল।
পূর্ণিমার বিমল জ্যোৎস্নায় ও তরুণ অরুণের
রক্তিমরাগে এই মস্‌জেদ অতীব রমণীয়
সৌন্দর্য্য ধারণ করিত। পর্য্যটকগণ এখনও
এই সৌন্দর্য্য-নিলয় মহামন্দিরের ধ্বংসাবশেষ
দেখিয়া বিস্ময়-সমুদ্রে নিমগ্ন এবং কর্ডোভা
সুন্দরীর গৌরবাত্মিকা স্মৃতি দ্বারা আকর্ষিত
হইয়া স্পেনের সেই সৌন্দর্য্য-সূর্য্যের প্রদীপ্ত
কিরণজালবিকীর্ণ দিব্য সম্পদময় মুরিস-
সভ্যতার বিচিত্রতা, অতুলনীয়তা এবং সৌন্দর্য্য
ও ঐশ্বর্য্যের অতীত দৃশ্যে বিমুগ্ধ হইয়া

আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে। হায়! স্পেন! তোমার সেই অতীত গৌরব ও সৌভাগ্য আর কখনও কি ফিরিবে?

আজ্ জোহরা-প্রাসাদ ও উপনগরী।

ভূপাল-কুল-ভূষণ মহামতি খলিফা তৃতীয় আব্দর রহমান তাঁহার প্রিয়তমা রাজ্ঞী আজ্-জোহরার অভিলাষানুযায়ী মহানগরী কর্ডোভার পার্শ্বে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় উপনগরের পত্তন করেন। পাত্রী-পাহাড়ের (Hill of the bride) পাদদেশে এক বিশাল ভূখণ্ডে অত্যল্প সময় মধ্যে আজ্ জোহরা নগরী সৌধমুকুট-ভূষিত শীর্ষ-দেশ উন্নত করিয়া সৌন্দর্য্য-লহরী-লীলায় স্পেন সাম্রাজ্য বিমোহিত করিয়াছিল। সাম্রাজ্যের বার্ষিক রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ জোহরা নগরীর সংগঠন এবং সৌষ্ঠব সাধনে ব্যয়িত হইত। খলিফা আব্দর রহমানপঞ্চ-

বিংশতি বর্ষকাল অনবরত ইহার রমণীয়তা পরিবর্দ্ধনে সযত্ন ছিলেন। তৎপর তাঁহার পুত্রের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষও এই নগরীর সৌন্দর্য্য এবং পরিপুষ্টি-সাধনে ব্যয়িত হয়। ফলতঃ পিতা-পুত্রে চত্বারিংশৎ বর্ষে এই ইতিহাস-বিশ্রুত আশ্চর্য্য এবং অপূর্ব্ব নগরীর নির্ম্মাণকার্য্য নিষ্পন্ন করেন। প্রত্যহ দশ হাজার শিল্পী এবং ভাস্কর এই নগরের জন্য পরিশ্রম করিত। নগরের প্রাসাদাবলীর জন্য দৈনিক ছয় সহস্র খণ্ড শ্বেত প্রস্তরের টুক্‌রা (Block) কর্ত্তিত এবং মসৃণীকৃত হইত। তিন হাজার গো, অশ্ব, উষ্ট্র, প্রস্তরাদি বহনে প্রত্যহ নিযুক্ত থাকিত। প্রত্যহ চারি হাজার মর্ম্মর-স্তম্ভ এই নগরের প্রাসাদাবলীর জন্য প্রোথিত হইত। স্তম্ভগুলি কনষ্টাণ্টিনোপল, রোম, কার্থেজ, কায়রো এবং স্ফাক্স হইতে আনীত হইত। গৃহ-নির্ম্মাণের অন্যান্য মার্ব্বেলখণ্ড তারাগোণা এবং আলমোরিয়া নগরে কর্ত্তিত

এবং খোদিত হইত। আজ্‌জোহরা নগরীর প্রাসাদগুলিতে পঞ্চদশ সহস্র লৌহ এবং সমুজ্জ্বল কাংস্যের সুবৃহৎ দ্বার ছিল। এই নব-নির্ম্মিত নগরের খলিফার দরবার-গৃহ অত্যন্ত জমকাল সৌন্দর্য্যযুক্ত ছিল। ইহার দেওয়াল ও ছাদ সমস্তই দুগ্ধফেননিভ কলঙ্কশূন্য মর্ম্মর-প্রস্তরে গঠিত এবং স্বর্ণের চূর্ণজালে রঞ্জিত এবং চিত্রিত ছিল। এই দরবার-গৃহেই কনষ্টাণ্টিনোপলের গ্রীক-সম্রাট্‌ প্রদত্ত বিচিত্র এবং সুবৃহৎ ফোয়ারার সলিলোৎক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যাইত। গ্রীক-সম্রাট্‌ এই অপূর্ব্ব ফোয়ারার সহিত কুক্কুটডিম্বাকৃতি একটী অতুল-নীয় বৃহৎ মুক্তা উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। দরবার-গৃহের বিশাল হলের কেন্দ্রস্থলে পারদ-পূর্ণ একটী চৌবাচ্চা ছিল ইহার উভয় পার্শ্বে হস্তিদন্ত এবং আবলুস কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মৌক্তিক-ভূষা-ভূষিত মণিখচিত আটটী করিয়া দরজা ছিল। প্রভাতে যখন বালার্কের লোহিত

রশ্মিমালা এই সমস্ত দ্বারের মধ্য দিয়া এই পারদ-হ্রদে পতিত হইত, তখন জ্বলজ্বলায়মান পারদপুঞ্জের বিজলীগঞ্জন আলোকশিখায় সমগ্র কক্ষ উদ্ভাসিত এবং তাহা নানা বর্ণের মণিমুক্তা প্রবাল পান্না স্বর্ণ হীরকাদি-খচিত সিংহাসন এবং কাচের দর্পণ-মালায় প্রতিফলিত হইয়া কর্ব্বুর বর্ণের অপ্রকল্প্য সৌন্দর্য্যের তরঙ্গভঙ্গ-ময় এক অপূর্ব্ব-দৃশ্য-আলোক-সমুদ্রের সৃষ্টি করিত। পারদ-হ্রদের বিচ্ছুরিত খরতর আলোকপুঞ্জে সভাসীন পারিষদবর্গের চক্ষু ঝলসিয়া যাইত বলিয়া তাঁহারা হস্ত দ্বারা চক্ষু আবৃত করিতেন।

ঐতিহাসিক এবং কবিগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'মাদিনাৎউজজোহরা' অর্থাৎ জোহরা নগরীর সৌন্দর্য্যাগার প্রাসাদাবলী, সুশোভন উপবনাবলী বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার দ্রুতগামী প্রবাহজাল এবং উৎসপুঞ্জ, ছাত্রপূর্ণ কলেজ এবং মাদ্রাসা, বিচিত্র পণ্যপূর্ণ আপণা-

বলী, রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের জাঁকজমকপূর্ণ গমনাগমন, সৈনিক, ক্রীতদাস এবং বালক ভৃত্যদিগের জরীর পরিচ্ছদ এবং চাকচিক্যময় উর্দ্দি, মহিলাদিগের নয়ন-শোভন পরিচ্ছদ ইত্যাদি সমস্তই সুখদৃশ্য এবং কর্ডোভার অনুযায়ী ছিল। ২১,060

সম্রাজ্ঞী আজ্‌জোহরার প্রিয় নিকেতন জোহরা প্রাসাদ অতীব বিরাট্‌ এবং অতুল বিভবময় ছিল। স্পেনের অন্যতম মহানগরী গ্রাণাডার আল্‌হাম্‌রা প্রাসাদ ব্যতীত জোহ-রার ন্যায় বিরাট্‌ প্রাসাদ পৃথিবীর কুত্রাপি আর পরিলক্ষিত হইত না। ইহা একটী ক্ষুদ্র নগরীর তুল্য ছিল। প্রাসাদে ১৩ হাজার ৭ শত ৫০ জন পুরুষ ভৃত্য ছিল। ইহাদের খাদ্যের জন্য প্রত্যহ ১৩ হাজার পাউণ্ড মাংস দেওয়া হইত। অন্তঃপুরে সম্রাজ্ঞী সখী, কন্যা, ভগিনী, সৈরিন্ধ্রী, আত্মীয়া, এবং ক্রীত-দাসী ও পরিচারিকা সহ স্ত্রীলোকের সংখ্যা

ছয় হাজার তিনশত চৌদ্দ জন ছিল। উহাদের আদেশ পালন এবং সেবা-শুশ্রূষার জন্য তিন হাজার তিন শত পঞ্চাশ জন বালক-ভৃত্য ও খোজা নিযুক্ত ছিল। ইহাদের জন্যও ১৩ হাজার পাউণ্ড মাংস দৈনিক বরাদ্দ ছিল। একুনে জোহরা-প্রাসাদে সর্ব্বশুদ্ধ ২৩ হাজার ৪১৪ জন নর নারী বাস করিত। পাঠক চিন্তা করুন, ইহা কিরূপ বিরাট্ প্রাসাদ ছিল! এই বিপুল-সংখ্যক অধিবাসীর জন্য প্রত্যহ ২৬ হাজার পাউণ্ড মাংস ব্যতীত আরও প্রচুর পরিমাণে পক্ষিমাংস, মৎস্য ও বিবিধ প্রকারের তরী-তরকারী, শাকসব্জী এবং সুস্বাদু ফল মূল সরবরাহ করা হইত। পানের জন্য পিরিণীজ পর্ব্বত হইতে শতশত মণ বরফ প্রত্যহ আনীত হইত। সিরীয়ার বেদানা, আরবের খর্জ্জুর, তায়েফের মধু, ইটালী এবং সিসিলী দ্বীপের আঙ্গুর এবং তদ্ব্যতীত স্পেনের রাজকীয় উদ্যানাবলী হইতে প্রত্যেক ঋতুতে অপর্য্যাপ্ত

ফল মূল সংগৃহীত হইত। প্রতি শুক্রবারে জোহরা-প্রাসাদ হইতে নানাপ্রকারের উপাদেয় খাদ্য, ফল মূল এবং মিষ্টান্ন প্রভূত পরিমাণে অনাথ-আশ্রমে, পান্থশালায় এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরিত হইত।

প্রাতঃস্মরণীয়া সম্রাজ্ঞী আজ্‌জোহরা যেমন অতুলনীয় রূপবতী, তেমনি গুণবতী এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন। দীন-দরিদ্রে তাঁহার অসাধারণ দয়া এবং অনুগ্রহ ছিল। পবিত্র রমজান মাসে তিনি দীন দরিদ্রের আহার এবং পারণার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন। জোহরা-প্রাসাদের বিরাট্ দীর্ঘিকায় মৎস্য-কুলের আহারের জন্য দ্বাদশ সহস্র পাঁউরুটী এবং শস্য বিতরিত হইত। পাঁউরুটীগুলি জলের উপর ভাসিতে থাকিত এবং দীর্ঘিকার অসংখ্য মৎস্য সেইগুলি আহারের জন্য কুর্দ্দন এবং উল্লম্ফন করিয়া আনন্দোল্লাস প্রকাশ করিত। সকালে এবং বৈকালে এই বিরাট্

দীঘিতে রুটী নিক্ষেপকালে এক সুন্দর চিত্ত-রঞ্জন দৃশ্য প্রতিভাত হইত।

প্রাসাদের উদ্যানে বিভিন্ন প্রকারের বন্য-জন্তু, নানাবর্ণের ময়ূর, পারাবত, হংস, টীয়া, ময়না, পাপিয়া, নাইটিংগেল, ক্যানারী, বুলবুল, কাকাতুয়া, নুরী, খঞ্জন, গুঞ্জনপক্ষী, কোকিল, উটপক্ষী, তিত্তির, পেরু, অসংখ্য প্রকারের বন্যহংস এবং আফ্রিকার নিবিড় অরণ্যানী এবং ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের বিচিত্রদর্শন, মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গমশ্রেণীতে পরিপূর্ণ ছিল। বসন্তকালে নবপত্র-পল্লব-বিমণ্ডিত বাসন্তী-শোভা-বিচ্ছুরিত বিহঙ্গ-কণ্ঠস্বর-নিনাদিত উদ্যানের দৃশ্য নিতান্তই মনোমদ বলিয়া বোধ হইত। শত শত আরব ঐতিহাসিক এবং বৈদেশিক পরিব্রাজকগণ জোহরা-প্রাসাদের এই বিপুল এবং অনুপম ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্যচ্ছটায় বিমুগ্ধ হইয়া মুক্ত-কণ্ঠে ইহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। আল্‌-মেকারি বলেন, পৃথিবীর নানাদেশের পরি-

ব্রাজক, রাজপুত্র, আমীর, বণিক্, দরবেশ, শিল্পী, ঐতিহাসিক এবং কবিগণ জোহরা প্রাসাদ দর্শন করিয়া সকলেই একবাক্যে সবিস্ময়ে ইহার অতুলনীয়তা, বৈচিত্র্য, দৃঢ়তা, বিশালতা এবং গঠনকৌশলের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেন।

জোহরার অনুপম উদ্যান, মূর্ত্তিময় আশ্চর্য্য ফোয়ারা সকল, স্তম্ভাবলীর মসৃণতা এবং খোদাই-কৌশল, গম্বুজবিশিষ্ট অঙ্গুরীয়ক কুঠরী গুলি, স্বর্ণবর্ণ বিরাট কক্ষ, সমুচ্চ চূড়াচয়, প্রস্তরখণ্ড সমূহের সম্মিলনের অলক্ষ্যতা, কারু-কার্য্যের বিচিত্রতা এবং সূক্ষ্মতা, দ্বারসমূহের প্রকাণ্ডত্ব এবং দৃঢ়ত্ব, জানালাগুলির জাফরীর কার্য্য, অতুল বৈভবের পরিচায়ক সাজসজ্জা, দ্বিরদ-রদ-রচিত রম্য আসন, মৌক্তিক ঝালর, মণিদাম-খচিত ক্ষৌম এবং কৌষেয় চন্দ্রাতপ ও জ্যোতিতিরস্করিণী পরস্পর স্বর্ণ ও রৌপ্য-শৃঙ্খল-সংবদ্ধ বেল্লর ও ধাতব ঝাড়, লণ্ঠন,

ফানুস, বেল এবং প্রজাপতি সমূহ, রজত-কাঞ্চন-মণি-মুক্তা-প্রবাল-পান্না-হীরক-মরকতাদি নির্ম্মিত এবং খচিত কৃত্রিম ফলফুলময় বৃক্ষাবলী এবং লতাবিতান, প্রস্তরমূর্ত্তি দর্পণশালা, সুন্দর জলাশয় প্রভৃতি, মানবীয় কল্পনার অতীত শোভায় এবং সৌন্দর্য্যে বিভূষিত ছিল। কামিনী-কাঞ্চন-সংশ্রব-রহিত ভোগবিলাস-শূন্য খেলকা-পরিহিত দরবেশ এবং উদাসীনগণ পর্য্যন্ত এই প্রাসাদ দর্শন করিয়া ভক্তিপ্লুত অন্তরে মুক্তকণ্ঠে বলিতেন "ধন্য সেই বিশ্ব-পতি! যিনি মানবকে এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য এবং সমৃদ্ধি প্রদান করিয়াছেন।"

এই মহাপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইলে এখানেই খলিফা নাভেরী এবং সানকোর রাণীদ্বয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদেই কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের গ্রীক সম্রাটের দূতকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩৩৮ হিজরী (৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) এগারই রবি-অল-আউয়াল

শনিবার জোহরা প্রাসাদের গম্বুজহলে গ্রীক রাজদূতের অভ্যর্থনার দিন নির্দ্ধারণ করিয়া রাজ্যের যাবতীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিবৃন্দকে আহ্বান করেন। তদুপলক্ষে দরবারমন্দির বহুমূল্য মণিমাণিক্যময় এবং আশ্চর্য্যদর্শন সাজসজ্জায় সজ্জিত এবং ভূষিত হয়। স্বর্ণসূত্রে মুক্তা-গ্রথিত ঝালরসমূহ এবং কৌষেয় যবনিকা সমূহ দ্বারে দ্বারে দোদুল্যমান হয়। মুক্তামালা সহ সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পমালা এবং অপূর্ব্ব বর্ণের পতাকারাজিতে স্তম্ভাবলীর শোভা সম্পাদন করা হইয়াছিল। বিচিত্রবর্ণের বিচিত্র চিত্রের বহুমূল্য গালিচা এবং মখমল ও কিঙ্খাপে গৃহতল বিমণ্ডিত এবং তদুপরি সূর্য্য-রশ্মি প্রতিঘাতী বহুরত্ন সংযুক্ত বহুযত্নবিনির্ম্মিত এক অপূর্ব্ব সিংহাসন স্থাপিত করা হয়। সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে শাহজাদাগণ, তৎপর উজার ও ওমারাহগণ, তৎপর সেনাপতি ও শাসন-কর্ত্তাগণ, তৎপর সর্দ্দার ও সামন্তগণ,

ঝলঝলায়মান মণি-খচিত স্বর্ণময় পরিচ্ছদ এবং বহুমূল্য উষ্ণীষে বিভূষিত হইয়া যথাস্থানে পদগৌরবানুযায়ী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। খলিফা সিংহাসনে মধ্যাহ্ন মিহিরের ন্যায় প্রতাপচ্ছটায় উপবেশন করিলে সকলেই আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তৎপর কনষ্টাণ্টিনোপলের গ্রীকরাজ-দূতগণ আহূত হইয়া দরবারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দূতগণ দরবারে প্রবেশ করিয়াই দরবারের অপূর্ব্ব দৃশ্য অসীম জাঁকজমক এবং খলিফার অতুল প্রতাপ-মহিমা দর্শন করিয়া বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎপর তাঁহারা কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া লীওর পুত্র গ্রীক সম্রাট্ কনষ্টাণ্টাইনের নীলবর্ণ কাগজে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত 'শাহীনামা' খানি সোলতানের হুজুরে পেশ করিয়াছিলেন। খলিফা আব্দর রহমান এই দরবার উপলক্ষে তাঁহার সভার সর্ব্বপ্রধান বক্তাকে বক্তৃতা প্রদানের জন্য আহ্বান করেন।

বক্তা দরবারে প্রবেশ করিয়া কল্পনাতীত আড়ম্বর এবং ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির জাঁকজমক এবং খলিফার অপরিসীম প্রতাপ ও ক্ষমতায় এমনি বিমোহিত এবং বিত্রাসিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি বাক্‌শূন্য অবস্থায় সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূপতিত হইয়াছিলেন। অনন্তর অপর একজন খ্যাতনামা বক্তা বক্তৃতার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া সবিস্ময় অন্তরে ২।৪টী কথা উচ্চারণ করিয়া গৃহতলে বসিয়া পড়িয়াছিলেন।

খলিফা জোহরা প্রাসাদ নির্ম্মাণে এমনি উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি ক্রমাগত তিন শুক্রবার মস্‌জেদের সামাজিক প্রার্থনায় অনুপস্থিত হন। চতুর্থ শুক্রবারে মস্‌জেদে উপস্থিত হইলে ধর্ম্মাচার্য্য তাঁহাকে তিরস্কার করেন এবং নরকের কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন। সোলতান সাশ্রুনয়নে দীনভাবে তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনার জন্য ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করেন।

জ্ঞানচর্চ্চা ও শিক্ষা।

পৃথিবী-সুন্দরীর উজ্জ্বলতম এবং আশ্চর্য্যতম অলঙ্কারস্বরূপিণী কর্ডোভা নগরী স্বীয় গৌরবের দিনে জ্ঞানালোচনা এবং শিক্ষার কোলাহলে যেমন মুখরিত, তেমনি আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনার মহিমায় শীর্ষস্থানীয় ছিল। নগরীর সৌন্দর্য্য, পারিপাট্য, ঐশ্বর্য্য এবং বৈচিত্র্য যেমন আশ্চর্য্যজনক ছিল, ইহার শিক্ষানুরাগ এবং জ্ঞানচর্চ্চার বিপুল আয়োজন ও উপকরণ তদপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে জগতের সেই দুর্দ্দিনের উদ্ধারকারী 'গৌরবের সন্তান' মুসলমানগণের মধ্যে তৎকালে যে পৃথিবীগ্রাসিনী বিজয়-বাসনা এবং বিশ্বশোষিকা জ্ঞান-পিপাসা পরিদৃষ্ট হইত; তাহা স্পেন সাম্রাজ্যে সম্যক্‌রূপে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। বরং কর্ডোভার বিজয়-বাসনা সংযত হইবার পরে জ্ঞানালোচনার আগ্রহ এবং উদ্যম সম্যক্‌রূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়া-

ছিল। কর্ডোভা সমগ্র ইউরোপের জ্ঞান, বিদ্যা ও সভ্যতার কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। ইউরোপের সমস্ত রাজ্য হইতে জ্ঞানপিপাসু সহস্র সহস্র ছাত্র, ধীসমৃদ্ধ বিজ্ঞানবিশারদ অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট জ্ঞানাহরণার্থ সমবেত হইত। এখানে বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখার অধ্যাপনা এবং আলোচনা হইত। কর্ডোভার বিরাট বিজ্ঞানাগারে ছাত্রমণ্ডলীকে যন্ত্রসংযোগে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণ শিক্ষা দেওয়া হইত। সাধারণের পাঠের জন্য সপ্তদশটী বিরাট লাইব্রেরী এবং বহুসংখ্যক পাঠ-সম্মিলনী (ক্লাব) ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক স্কুল কলেজ এবং মস্‌জেদে ছাত্রমণ্ডলী এবং উপাসকদিগের পাঠের জন্য বিবিধ প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি রক্ষিত হইত। গৌরবের মাধ্যাহ্নিক কালে বত্রিশটী কলেজ এবং ৫০০ শত উচ্চশ্রেণীর সুপরিচালিত বিদ্যালয় কর্ডোভাতে বিদ্যমান ছিল। পাঠক মনে

রাখিবেন, স্পেনের প্রত্যেক নগরেরই স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ ও পাঠশালা সমূহ বিদ্যমান ছিল। স্পেনের অন্যতম মহানগরী গ্রাণাডাতেও ২০টী সুপরিচালিত কলেজ এবং বহুসংখ্যক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্পেনের প্রত্যেক সোলতান এবং আমীর অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যোৎসাহী ও জ্ঞানচর্চ্চা-লিপ্সু ছিলেন বলিয়া স্পেনসাম্রাজ্য তখন জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যাহ্ন-মিহির-করে উদ্ভাসিত এবং বিশ্বজগতে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক সোলতানই নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেন। রাজ্যের সম্ভ্রান্তবর্গ এবং আমীর-গণ সোলতানদিগের অনুসরণে বিরত ছিলেন না। শিক্ষার জন্য ধনাঢ্য ব্যক্তি হইতে মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত স্ব স্ব সম্পত্তির অধিকাংশ ‘ওয়াক্‌ফ’ করিয়া যাইতেন। তৎকালে যে ব্যক্তি বাটীতে ছাত্র ‘জায়গীর’ এবং লাইব্রেরী না রাখিতেন, তিনি নিতান্ত

অভদ্র এবং অশিক্ষিত বলিয়া সমাজে লাঞ্ছিত হইতেন। খলিফা হাকেমের সময় প্রায় তিন লক্ষ ছাত্র ও ছাত্রী কর্ডোভাতে অধ্যয়ন করিত। ভূগোল শিক্ষার জন্য গোলক (Globe) এবং মানচিত্র ব্যবহৃত হইত। কর্ডোভার 'রসদখানায়' (মানমন্দিরে) বহুসংখ্যক নূতন যন্ত্র সংগৃহীত এবং নির্ম্মিত হইয়া রক্ষিত হওয়ায় নানা দিগেদশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী আগমন করিয়া জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা এবং নক্ষত্রাদির গতি নির্দ্ধারণ করিতেন। বিদ্যোৎসাহী খলিফা হাকেম প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া পৃথিবীর নানা রাজ্য এবং নানা রাজধানী হইতে বহু যত্নে শত শত লোক নিযুক্ত পূর্ব্বক প্রায় ছয় লক্ষ মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীতে এরূপ বিরাট এবং মূল্যবান লাইব্রেরী আর কখনও স্থাপিত হইয়াছিল না।

ঘটিকা-যন্ত্রের দোলক এবং টেলিগ্রাফের

উদ্ভাবন এখানেই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হয়। এখানেই সর্ব্বপ্রথমে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসংযোগে ৩২ ফুট ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত জলরাশি উত্তোলিত হয়। স্ত্রীশিক্ষা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে এখানেই বিস্তৃতি এবং উন্নতি লাভ করে। মুরিস আরব-গণ সন্তানের শিক্ষার অগ্রে সন্তানের মাতার শিক্ষার আবশ্যকতা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া-ছিলেন। বালিকা এবং স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্কুল এবং কলেজ বিদ্যমান ছিল। এখানেই মাতৃজাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ইউ-রোপে বোগদাদের ন্যায় কবি, চিকিৎসক, অধ্যাপিকা, আইন-ব্যাখ্যায়িত্রী, ঐতিহাসিক এবং ধাত্রী পরিদৃষ্ট হইত। এখানেই হামেদা, হাফেজা, রোকিয়া, জয়নব, মোরিয়া, সোফিয়া, ফজল প্রভৃতি বিদুষী এবং প্রতিভাশালিনী রমণীরত্ন জন্মগ্রহণ করিয়া স্পেনের জ্ঞানচর্চ্চার গৌরব উন্নত এবং মহান্ করিয়া তুলিয়াছিল। অতীতের এই গরীয়সী মহানগরী কর্ডোভাতেই

সমগ্র ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে রমণীগণ জ্ঞানালোচনায় পুরুষদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। এখানেই একদিন বিজ্ঞানাগার এবং রসায়নশিক্ষার প্রক্রিয়া (Experiment) এবং বিশ্লেষণ লইয়া মুসলমান ছাত্র ও ছাত্রীগণের মধ্যে বাদানুবাদ হইত। হায়! বর্ত্তমানে এই মুসলমান-জগতে এ সকল সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত এবং অদৃষ্ট! সকালে উঠিয়া কর্ডোভার রাজপথগুলিতে দৃষ্টি করিলে দেখা যাইত যে, দলে দলে বালক বালিকা বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া স্কুল এবং কলেজের দিকে ছুটিয়াছে, ভ্রাতা এবং ভগ্নীগণ, হাত ধরাধরি করিয়া, হাস্যমুখে পাঠ-ঘটিত নানা প্রকারের প্রশ্নোত্তর এবং তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে পাঠশালায় চলিয়াছে। হায়! এই বিশ্বশোষিকা জ্ঞান-পিপাসার অপূর্ব্ব চিত্র আবার কবে মুসলমান-জগতে প্রতিভাসিত হইবে!

কর্ডোভাতে চিকিৎসা-বিদ্যা আশাতীত উন্নতি লাভ করে। জালিনুসের (Golen) পরে চিকিৎসা-শাস্ত্রের ভৈষজ্যতত্ত্ব, রোগ-নিদান এবং শারীরবিদ্যার বিবিধ অজ্ঞাত এবং দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব এখানে আবিষ্কৃত এবং স্পষ্টীকৃত হয়।

একাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ভিষক আবুল কাসেম (Albacacis) এখানেই তাঁহার অস্ত্র-চিকিৎসার আশ্চর্য্য নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার অস্ত্র-চিকিৎসার প্রণালী আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ছিল। ঐতিহাসকগণ তাঁহার অস্ত্র-চিকিৎসার অনেক আশ্চর্য্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কিছুদিন পরে জগদ্বিখ্যাত ভিষকাচার্য্য এব্নে জোহর (Avenzoar) প্রাদুর্ভূত হন। তিনি বিবিধ প্রকারের ঔষধ এবং অস্ত্র প্রয়োগের অস্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ এব্নে বত্হের এখানেই জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন। তিনি ঔষধসংক্রান্ত গাছ-গাছড়ার পরীক্ষার জন্য এসিয়া এবং আফ্রিকার বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি ভৈষজ্য ঔষধি সম্বন্ধীয় বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ইহুদীবংশাবতংস চিকিৎসক হাসেদাইও এখানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি আশ্চর্য্য চিকিৎসাকৌশলে নাভেরীর রাণী থিয়োডারীর অসাধারণ স্থূলত্বের লাঘবতা সাধন করেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এব্‌নে রোশ্‌দ (Avenrose) ইউরোপের গৌরবস্তম্ভ। তাঁহার ন্যায় দর্শনশাস্ত্রে প্রতিভা তৎকালে আর কাহারও পরিলক্ষিত হইত না। ইউরোপের আধুনিক দার্শনিকগণ সকলেই এব্‌নে রোশ্‌দের নিকট ঋণী। সক্রেটিস এবং অরিষ্টটলের দার্শনিক মতের ইনিই জ্ঞানগর্ভ বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছিলেন, ইনি অনেক অস্ফুট দার্শনিক তত্ত্ব পরিস্ফুট এবং জটিল তত্ত্ব সরল

করেন। ইঁহার দার্শনিক মতের উচ্চতা এবং সূক্ষ্মতার জন্য ধর্ম্মান্ধ গোঁড়াগণের মধ্যে অনেক কোলাহল উপস্থিত হইয়াছিল।

আরবী সাহিত্য এবং ইতিহাস এখানে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। শত শত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া অমৃতনিস্যন্দিনা আরবী ভাষায় সাহিত্য এবং ইতিহাস রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আমরা বাহুল্যভয়ে ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যবিদ্ পণ্ডিতদিগের আলোচনায় বিরত রহিলাম। মুসলমানগণ সর্ব্বত্রই ইতিহাসের চর্চ্চা এবং সেবা চিরকালই করিয়া আসিয়াছেন। অতি সামান্য সামান্য ঘটনা পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচিত এবং লিখিত হইত। স্পেনের একখানি ইতিহাস সুবৃহৎ ৭০ খণ্ডে রচিত হইয়াছিল। ভূমণ্ডলের একাল পর্য্যন্ত কোনও দেশে এমন বিরাট ইতিহাস বিরচিত হয় নাই।

সঙ্গীত এবং কবিতা কর্ডোভাতে সম্যক্-রূপে পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। পৃথিবীতে সঙ্গীত এবং কবিতার এমন হুড়াহুড়ি ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ভৃত্য এবং ক্রীতদাসগণ পর্য্যন্ত কবিতার আলোচনা করিত। স্পেনের লোক, চমকিত সৌভাগ্যের সময় মধুবর্ষিণী আরব্য ভাষায় যে কবিত্ব তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পর্ব্বত ও সমুদ্র উল্লঙ্ঘন পুরঃসর ইউরোপের নানাদেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। কোনও কথা বা কোনও উপদেশ কবিতায় আবৃত্তি ব্যতীত শেষ হইত না। কর্ডোভার সর্ব্বত্রই অপরাহ্নে এবং রাত্রিতে সঙ্গীতের মনো-মোহিনী রাগিণীর ঝঙ্কার শ্রুত হইত। বাদ্য-যন্ত্রের মধুর নিক্বণে এবং সঙ্গীতের সুধাবর্ষণে কর্ডোভা পরীরাজ্য বলিয়া বোধ হইত। স্পেন, ইটালী এবং ফ্রান্সের ব্যালাড্ (Ballads) কঞ্জোনেট (Conzonette) ট্রাবাজেয়র্স (Trw

পান করিতেন ; তিনি কদাপি আর কাহারও সঙ্গীত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেন না। জেরাব বীণাতে পঞ্চমতারের সংযোজনা এবং কাচের পানপাত্রের উদ্ভাবন এবং প্রচলন করেন। জেরাব প্রত্যহ নূতন ধরণের বসন ভূষণে সজ্জিত হইতেন ; তৎকালে তাঁহার ন্যায় "ফ্যাসান দোরস্ত" ব্যক্তি সমগ্র স্পেনে আর একজনও পরিলক্ষিত হইত না। তাঁহার অমৃতময় সঙ্গীতাবলী তদানীন্তন জগতে দ্রুত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ফলতঃ মহানগরী কর্ডোভার সঙ্গীত এবং কবিতা-চর্চ্চা অবর্ণনীয় এবং অপ্রমেয় ছিল।

স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যের বিষয় আলোচনা করা অনাবশ্যক। কর্ডোভার রাজপ্রাসাদ এবং মস্‌জেদ মালার দৃঢ়তা এবং কারুকৌশল এখনও জগতের বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র স্পেনে মুসলমানগণ স্থাপত্য শিল্পকৌশলের যে অপূর্ব্ব গরিমা প্রদান

করিয়াছিলেন, তাহা জগতের ইতিহাসে এক মহা রহস্যের বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। ইউরোপীয়গণ এই বিজ্ঞানোন্নত যুগেও তাহার অনুসরণ করিতে অক্ষম রহিয়াছেন!

ব্যবহারিক শিল্পে ইউরোপ এখন অনেক উন্নতি করিলেও, সৌন্দর্য্য, স্থায়িত্ব এবং দৃঢ়তায় স্পেনের সারাসানিক শিল্পকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। বস্ত্র-শিল্প এখানে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। রেশম বয়নে আন্দালুসিয়া (স্পেন) পৃথিবীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। এখানে রেশমের নানা প্রকারের সূক্ষ্ম এবং মসৃণ বস্ত্র যাহা প্রস্তুত হইত, ইউরোপের খ্রীষ্টান রাজধানী সমূহে তাহার ব্যবহার হইত। পাঠক মনে করুন, এক কর্ডোভাতেই অন্যূন একলক্ষ ৩০ হাজার তাঁতি কৌষেয় বসন বয়নে নিযুক্ত ছিল। ভূমণ্ডলে রেশমী পরিচ্ছদের ব্যবহারে কর্ডোভা যাবতীয় নগরীকে পরাস্ত করিয়াছিল। আলমেরিয়া নগরে

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গালিচা এবং সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত।

ধাতব এবং মৃণ্ময় পাত্রাদি অপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাম্র কাঁসা পিত্তল এবং মৃণ্ময় বাসন-শিল্পে স্পেনীয় শিল্পিগণ অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। মেজর্কা দ্বীপের মৃৎপাত্রগুলি ইউরোপ এবং আফ্রিকার যাবতীয় বন্দরে এবং নগরে সাদরে বিক্রীত হইত। পরবর্ত্তী সময়ে এই মেজর্কাদ্বীপের মৃণ্ময় বাসন-শিল্প ইটালীতে গৃহীত এবং বিস্তৃত হইয়া 'মেজলিকা' নামে খ্যাতিলাভ করে। মৃৎপাত্রগুলি স্বর্ণ এবং রৌপ্যরঞ্জিত হইয়া সৌন্দর্য্যও ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিত। আলমোরিয়াতে লৌহ, কাংস এবং কাচের অসংখ্য প্রকারের বিচিত্র পাত্রাদি নির্ম্মিত হইত। আলমোরিয়াতে কাচের একটী বিরাট কারখানা ছিল; এই কারখানায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বিবিধ প্রকারের ঝাড়, ফানুস, লণ্ঠন এবং জলপাত্রাদি

প্রস্তুত হইত। হস্তীদন্তের খোদাই-শিল্প চমৎকার সৌন্দর্য্য এবং সূক্ষ্মতা লাভ করিয়াছিল। হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত মণিমুক্তা খচিত আধার সমূহ ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের নিকট নিতান্ত প্রিয়বস্তু ছিল। খলিফা দ্বিতীয় হাকেমের নামে উৎসর্গীকৃত একটী অতীব মনোজ্ঞ হস্তিদন্তরচিত পেটিকা জেরোনা নগরের খ্রীষ্টীয় ভজনাগারে সযত্নে রক্ষিত হইয়া দর্শকের মনাকর্ষণ করিতেছে। স্পেনের সোলতান এবং আমীরদিগের অত্যদ্ভুত শিল্পকৌশলসম্পন্ন তরবারির বাঁটসমূহ এখনও ইউরোপের বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত রহিয়াছে। ধাতুশিল্পে কর্ডোভার শিল্পিগণ আশ্চর্য্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেন। সামান্য সামান্য চাবি এবং তালা গুলি পর্য্যন্ত কারুকার্য্যে শোভিত হইত। আল্‌মেরিয়া, সেভিল, টলিডো, মার্সিয়া এবং গ্রাণাডা যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্রাদির জন্য বিখ্যাত ছিল। টলিডোর তরবারি এবং ছুরিকা বহু-

মুল্যে বিক্রীত হইত। কাংসের ঢালাই কার্য্যে যথেষ্ট নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হইত। বৃহৎ বৃহৎ কাংস-কপাট সমূহ, যাহা এখনও খ্রীষ্টানদিগের ভজনাগারের শোভা সম্পাদন করিতেছে, দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। উজ্জ্বল কাংসনির্ম্মিত ফানুস এবং ঝাড় সমূহে আশ্চর্য্যরূপে খোদাই-কৌশল এবং চিত্রাঙ্কন পরিব্যক্ত হইয়াছে। গ্রাণাডার সোলতান তৃতীয় মোহাম্মদের জন্য নির্ম্মিত একটী মস্‌জিদের বিচিত্র-দর্শন আলোকাধার এখনও মাদ্রিদের মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। অলঙ্কার এবং জরির কার্য্যের পারিপাট্য কায়রো এবং দামেস্ক অপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যূন ছিল না। বস্তুতঃ কর্ডোভা মহানগরী যেমন জ্ঞান-চর্চ্চায় এবং ঐশ্বর্য্যে, তেমনি শিল্প ও বাণিজ্যে পৃথিবীর মুকুটমণি স্বরূপ ছিল। যাবতীয় ঐতিহাসিকগণ কর্ডোভার লোক-চমকিত সৌভাগ্য এবং প্রতাপের বিশদ বর্ণনায় স্ব স্ব

ইতিবৃত্ত অলঙ্কৃত করিয়াছেন। হায় স্পেন, তোমার সেই গৌরববাহিনী অতীত কাহিনী অধঃপতিত মুসলমানের প্রাণে কবে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পুনঃ প্রজ্বলিত করিবে?

মহানগরী গ্রাণাডা।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! স্পেন সাম্রাজ্যের অন্যতম মহানগরী গ্রাণাডার অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও অতুলনীয় গৌরব ও সম্পদ কর্ডোভা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলেও জগতের অন্য কোন প্রসিদ্ধ নগরী অপেক্ষা নিশ্চয়ই হ্রস্ব ছিল না। স্পেনের খলিফা-দিগের দিগ্বিজয়ের প্রতাপ মন্দ হইয়া আসিলে, এবং বিপুল সাম্রাজ্যের নানা অংশ খৃষ্টান-দিগের করতলগত হইয়া হতশ্রী ও হতমান হইয়া উঠিলে, গ্রাণাডা, ঐশ্বর্য্য-সম্পদ, বাণিজ্য ব্যবসায় এবং জ্ঞান ও শিল্প চর্চ্চায় ক্রমশঃ যৌবন লাভ করিতে থাকে।

গ্রাণাডা, কর্ডোভার ন্যায় বিশাল সাম্রা-জ্যের রাজধানী ছিল না। ইহা স্পেনের একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী মাত্র ছিল।

এই রাজ্য দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে কখনও ২৬০ মাইল এবং ৮৮ মাইল হইতে বৃহৎ ছিল না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজ্য কৃষি শিল্পে সমৃদ্ধ এবং খনিজ পদার্থ, গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী নানাবিধ মূল্যবান্ প্রস্তর, নানাজাতীয় কাষ্ঠের বনে পরিপূর্ণ থাকায়, ইহা ধনসম্পদ ও শক্তি-সামর্থ্যে একটী সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের সমতুল্য ছিল, ভূমধ্য সাগরের তটবর্ত্তী থাকায় বাণিজ্যও বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র রাজ্যটী বসন্তকালীন অসংখ্য পুষ্প-পুঞ্জমণ্ডিত রমণীয় উদ্যানের ন্যায় এবং ইহার রাজধানী সেই পুষ্পবাটিকা মধ্যস্থ নানা অলঙ্কার বিভূষিতা দিব্যবস্ত্রশোভিতা অলোক-সাধারণ সুন্দরী রাজরাণীর ন্যায় প্রতিভাত হইত!

গ্রাণাডার রাজা ও আমীরগণ মক্ষিকার ন্যায় নিবিষ্টচিত্তে প্রাণপণ যত্নে শিক্ষা ও সভ্যতার মধুচক্র স্বরূপ এই মহানগরীকে

যারপরনাই শোভনীয়, লোভনীয় এবং মোহনীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

গ্রাণাডায় বহুসংখ্যক প্রতিভাশালী পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ও কবি জন্মগ্রহণ করিয়া স্বর্গীয় জ্ঞানের অমৃতধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। মৃতপ্রায় ইউরোপে এখান হইতে নবজীবনের বারি, ভূরিপরিমাণে প্রবাহিত হইয়াছিল।

নারীদিগের মধ্যেও এখানে সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং বহু কবি জন্মগ্রহণ করিয়া পুরুষ-প্রতিভার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। সঙ্গীত ও কবিতা চর্চ্চায় শিল্পনৈপুণ্য ও চিত্র অঙ্কনে এখানে নারী-প্রতিভার যে গৌরব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে ইহা তৎকালের প্যারিস বলিয়া অভিহিত হইবার উপযুক্ত।

এখানেই রমণীকুল-শিরোভূষণ জ্ঞান ও বিদ্যার মন্দাকিনী-ধারা-স্বরূপিণী জগদ্বিখ্যাত

নাজাহান, জয়নব এবং হামেদা, সোফিয়া ভবয়দা এবং কালাইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রাণাডায় এমন কোনও পল্লী ছিল না, যেখানে ২।৪ জন বিদূষী ও প্রতিভাশালিনী মহিলা জন্মগ্রহণ না করিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর এখানের বিভিন্ন বিষয়ের সভা সমিতির যে সমস্ত বার্ষিক বা বিশেষ অধিবেশন হইত, রমণীরা তাহাতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে যোগদান করিতেন। অনেক সময় রমণীদিগের বক্তৃতা, মন্তব্য ও উপদেশ শুনিয়া এবং গবেষণা দেখিয়া পণ্ডিতদিগকে স্তম্ভিত হইতে হইত!

এই ক্ষুদ্র রাজ্যে ত্রিশটী শহর এবং আশীটী দুর্গবদ্ধ নগর ছিল। ফলতঃ গ্রাণাডা রাজ্যটীকে নগরের দেশ বলিলে অত্যুক্তি হইত না।

গ্রাণাডার পল্লীবাসিগণও তৎকালীন রোম ও এথেন্স এবং কনষ্টাণ্টিনোপলবাসী খ্রীষ্টান-

দিগের অপেক্ষা মার্জ্জিত রুচিবিশিষ্ট, সংস্কৃত-বেশধারী এবং ভদ্র ও সভ্য ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই সাধারণ পুষ্পোদ্যান, জল-প্রণালী, ক্রীড়া-প্রান্তর, লাইব্রেরী, বিদ্যালয় এবং অতিথিশালা ছিল।

সঙ্গীত চর্চ্চা এবং অশ্বারোহণ ও পলো ক্রীড়ায় গ্রাম্য কৃষকগণ পর্য্যন্ত পটু ছিল। পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য এবং বাহুল্যের দরুণ সূচীশিল্প এবং সল্‌মা চুমকী ও জরীর কার্য্য এখানে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। গ্রাণাডার অধিবাসিগণ সত্যবাদিতা ও প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সৌজন্য এবং আতিথেয়তা তাঁহাদের স্বভাবগত গুণ ছিল।

বোগদাদ ও কর্ডোভার ন্যায় এখানেও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের গৃহে মধ্যে মধ্যে পণ্ডিত-দিগের নৈশ সম্মিলন হইত। এই সম্মিলনে ভোজের আয়োজন অনিবার্য্য ছিল। এই সমস্ত

সম্মিলনে সঙ্গীত হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব-প্রকার জ্ঞান ও বিদ্যার সমালোচনা হইত। কখনও কখনও এই সমস্ত সমালোচনায় ও তর্ক বিতর্কে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইত। স্ত্রীলোকেরাও স্বতন্ত্র থাকিয়া এই সমালোচনায় যোগ দিতে পারিতেন!

সভ্যতার অন্যতম অঙ্গ বিলাসিতাও এখানে ষোল কলায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সুগন্ধিদ্রব্য সাবান এবং ফুলের ব্যবহারে এখানে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। পুষ্পো-দ্যানশূন্য বাটী কলঙ্ক ও লজ্জার কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত। দরিদ্রতম এবং হীনতম ব্যক্তিও মলিন পোষাকে কদাপি গৃহের বাহির হইতে চাহিত না! দীন দরিদ্রও সাবান না মাখিয়া স্নান করিত না এবং আতর না মাখিয়া মস্‌জেদে বা জমাতে যাইত না।

কৃষি ও উদ্যান বিদ্যা।

কৃষি ও উদ্যান-নির্ম্মাণ বিদ্যা এখানে পরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ভেগা, ডারো, জেনিল প্রভৃতি নদ নদী হইতে অসংখ্য খাল ও নহর কাটিয়া সমস্ত গ্রাণাডা রাজ্যকে সরস ও উর্ব্বর করা হইয়াছিল। গ্রীষ্মকালে সমস্ত রাজ্য একটী অখণ্ড বাসন্তী-উদ্যান বলিয়া প্রতিভাত হইত। তৎকাল-পরিজ্ঞাত বিভিন্ন দেশের প্রায় সর্ব্ব জাতীয় ফলফুল ও শস্যের চাষ এখানে হইত। গ্রাণাডার কোনও কোনও বাগান এত মনোহর ছিল যে, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে সহস্র সহস্র ব্যক্তি উদ্যান-বিহারে লিপ্ত থাকিত। মিণারশূন্য মস্‌জেদ, বাগান-শূন্য বাটী, তালাবশূন্য উদ্যান, নহরশূন্য ময়দান এবং উৎস শূন্য পার্ক কদাপি রচিত হইত না। রাজকীয় এবং বড় লোকদিগের বৃহৎ বৃহৎ উদ্যানে বিশ্রামের জন্য আরাম-

খানা নির্ম্মিত হইত। গ্রীষ্মকালে ভ্রমণকারী-দিগের জন্য শরবৎ বিতরণের প্রথা ছিল।

গ্রীষ্মকালে বড়লোক এবং আমীরগণ ফল পাকিলে নিজেদের বৃক্ষবটিকা লুটাইয়া দিতেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিবাসী বালক-বালিকাদিগকে ফল পাড়িয়া লইবার জন্য সাদরে আহ্বান করা হইত। তখন সেই অসংখ্য বালক-বালিকার আনন্দ কোলাহলে ধাবন উল্লম্ফন ও বৃক্ষা-রোহণে যারপরনাই আমোদ বোধ হইত।

গ্রাণাডা নগরী প্রস্তরনির্ম্মিত সুদৃঢ় প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। নগর প্রবেশের জন্য বিংশতিটী তোরণ ছিল। একহাজার ত্রিশটী সমুন্নত বুরুজ দ্বারা এই বিশাল প্রাচীর শোভিত হইয়াছিল। নগরের অধিকাংশ বাটী শ্বেতমর্ম্মর এবং রক্তপ্রস্তরে নির্ম্মিত ছিল। প্রত্যেক বাটীর সম্মুখেই সুচারু-দৃশ্য একটী করিয়া উদ্যান ছিল। নগরের রাস্তাগুলি

ঋজু এবং প্রস্তরমণ্ডিত ছিল। প্রত্যেক রাস্তার পার্শ্বেই সুন্দর সুন্দর বহুসংখ্যক উৎস ছিল। অধিকাংশ বাটী অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত কারুকার্য্যে শোভিত ছিল। নানা দেশীয় বিখ্যাত ভাস্করগণ আসিয়া গ্রাণাডায় স্থানলাভ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে গ্রাণাডার গৃহ ও প্রাসাদাবলীর অঙ্গে অঙ্গে ভাস্কর-শিল্প ও কারুকৌশলের মহিমা অতি বিচিত্র ও বিপুলভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। বহু সংখ্যক মস্‌জিদের মিনার ও চূড়াগুলি উন্নত-শিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া বিপুল গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যে গ্রাণাডার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। মস্‌জিদগুলি প্রায়শঃ রমণীয় উদ্যান কিংবা পুষ্করিণীর মধ্যদেশে স্থাপিত হইত। প্রত্যেক মস্‌জিদের সংলগ্ন নিম্ন-বিদ্যালয় এবং পান্থশালা বিদ্যমান ছিল। কোনও কোনও পান্থশালা রাজপ্রাসাদ তুল্য রমণীয় এবং সর্ব্ব-প্রকারে সুখকর ছিল।

গ্রাণাডার বক্ষ দিয়া কলনাদিনী দারো নদী প্রবাহিত থাকায় নগরের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সমস্ত স্পেনের মধ্যে গ্রাণাডা সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর নগরী ছিল।

গ্রাণাডার রাজপ্রাসাদ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একটী পরম রমণীয় দ্রষ্টব্য সৌধের মধ্যে গণ্য ছিল। জগতের নানা দেশীয় দুর্ল্লভ দ্রব্য-সম্ভারে এই মহা প্রাসাদ সজ্জিত ছিল। বিশাল স্পেনসাম্রাজের ধ্বংস হওয়ায় নানা স্থানের শত শত মহাপণ্ডিত গ্রাণাডার এই রাজপ্রাসাদে স্থান প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন।

গ্রাণাডার সোলতানগণ সর্ব্বদাই জ্ঞান-চর্চ্চায় লিপ্ত থাকিতেন। কোনও কোনও সোলতান প্রতি সপ্তাহেই পণ্ডিতমণ্ডলীকে একবার করিয়া ভোজ দিতেন। ভোজসভায় নানাবিষয়ের জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা হইত।

তেন। ফলতঃ গ্রাণাডার রাজদরবার বিদ্যা-চর্চ্চার বিপুলক্ষেত্র ও রাজপ্রাসাদ বিদ্বানমণ্ডলীর আশ্রয়স্থান ছিল। গ্রাণাডার যৌবন কালে ইহার লোকসংখ্যা যখন ৪ লক্ষের উপর ছিল, তখন বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থরচনাকারী পণ্ডিতদিগের সংখ্যাই কেবল মাত্র গ্রাণাডাতেই এক সহস্রেরও অধিক ছিল। ইটালী, গ্রীস এবং ফ্রান্স ও কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে খৃষ্টান ও ইহুদীদিগের জ্ঞানপিপাসু ছাত্রগণ কর্ডোভার ন্যায় এখানেও সমবেত হইতেন। নানা শ্রেণীর ধাতব শিল্প, বস্ত্র শিল্প, কার্য্যশিল্প এবং নৌ-গঠনপ্রণালী শিক্ষা করিবার জন্যও বহু বিজাতীয় যুবক গ্রাণাডায় আসিতেন। কার্ডোভার পতনের পরে গ্রাণাডায় জ্ঞান বিদ্যা এবং হেকমতের যে অমৃতপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল, সমগ্র ইউরোপ সেই প্রবাহ হইতেই আপনাদের পানপাত্র পূর্ণ করিয়া লইয়াছিল। ফলতঃ গ্রাণাডা এবং

কর্ডোভা হইতে জ্ঞানবিদ্যার যে সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, ইউরোপে আজও সেই ধারাই শত শাখায় উচ্ছ্বসিত এবং উদ্বেলিত হইয়া খরতর ভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

— —

বাণিজ্যের উন্নতি।

স্পেনিস ও পর্ত্তুগীজ জাতি আরবদিগের নিকট হইতেই বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ প্রাপ্ত হয়। আরবদিগের বাণিজ্য জাহাজের সংস্রবে তাহারা ভারত ও প্রশান্ত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতবর্ষ, চীন ও আফ্রিকার নানা স্থানে গমনাগমনে অভ্যস্ত হয়। বাণিজ্য-নীতি, বিনিময় পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা অভিজ্ঞতা লাভ করে। পরে মুসলমানদিগের গৃহ বিবাদের সূত্র অবলম্বন করিয়া তাহা-দিগকে বিধ্বস্ত, বিতাড়িত, এবং নির্ব্বাসিত করিবার পরে বাণিজ্য ব্যবসায়ে অতুল শ্রী-সম্পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতঃপর তাহাদিগের বাণিজ্যে, ভাগ্যের সুপ্রসন্নতা দর্শন করিয়া ক্রমশঃ তাহাদিগের পদানুসরণ-পূর্ব্বক যথাক্রমে ফরাসী, দিনেমার, ইংরাজ এবং অবশেষে জর্ম্মাণ ও ইটালীয়ানগণ

বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া অতি প্রসার সাধন করিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান জগতের এই বিপুল ও বিশাল বাণিজ্যোন্নতির মূলেও মুসলমানদিগের আদর্শ ও কৃতিত্ব বিরাজমান। মুসলমান আমলেই ইউরোপ উন্নত ধরণের সমুদ্রগামী জাহাজের নির্ম্মাণকৌশল অবগত হয়। স্পেন এবং আফ্রিকার মোস্‌লেমবন্দর সমূহ অন্যূন ৪০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত সমগ্র ইউরোপের নৌযান সরবরাহ করিয়াছিল। মুসলমানেরাই সর্ব্ব প্রথমে জাহাজে দিগ্দর্শন-যন্ত্র এবং সমুদ্রপথের মানচিত্র বা চার্টের (Chart) ব্যবহার সূচনা করেন। ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, ভারতসাগর, পারস্যসাগর, আরব সাগরের নানাস্থানে বাতি ঘর বা Light house এর বন্দোবস্ত করেন। সমুদ্রপথের মগ্ন পাহাড়গুলি আবিষ্কার করিয়া সেই সমস্ত স্থান চিহ্নিত করেন। ভারত ও প্রশান্ত সাগরীয় বহু অজ্ঞাত দ্বীপপুঞ্জ তাঁহারাই

বাণিজ্য ব্যপদেশে আবিষ্কার করেন। আটলাণ্টিক সাগরের ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জও এই রূপেই তাঁহাদের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই সমস্ত আবিষ্কার-গৌরবের অনেকাংশ স্পেনীয় আরবদিগেরও প্রাপ্য। বিশেষতঃ নবম শতাব্দীতে স্পেনীয় আরব লস্করগণই বাত্যাতাড়িত অবস্থায় পথভ্রান্ত হইয়া অকূল সাগরে ভাসিতে ভাসিতে অবশেষে আমেরিকায় যাইয়া উপস্থিত হন।* তথা হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া এক বিরাট উর্ব্বরা দেশের বিষয় উল্লেখ করেন। কিন্তু আরবগণ তখন সেই দূরদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন না। পরে আরবদিগেরই পদানুসরণ এবং জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া ক্রীষ্টফার কলম্বস এবং আমেরিগো বেশপুচী আমেরিকা খণ্ডের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া পরিচিত হন। ফলতঃ আল্মোরিয়া, মালাগা আল্-

* ডাক্তার লিট্নার প্রণীত Sun in Islam দেখ।

জেসিরাস্ কার্ত্তাজেনা প্রভৃতি স্পেনীয় মোস্‌লেম বন্দরে যে সমস্ত নৌ-বহর ও নাবিকগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের অধ্যবসায়, সাহস এবং বাণিজ্যপ্রিয়তা বিষয়ে চিন্তা করিলে হৃদয় গৌরব-পূর্ণ হইয়া যায়। হায়! মুসলমান, তোমার সেই অপরিসীম বাণিজ্যকুশলতা এবং দেশ-দেশান্তর গমনের আকুল উন্মত্ততার বিষয় চিন্তা করিয়া আবার কবে তুমি বাণিজ্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হইবে! আবার সম্পদ-শ্রীতে কবে তুমি ঝলসিত হইবে?

আল্‌হামরা প্রাসাদ।

গ্রাণাডা রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি ছিল —ইহার আল্‌হামরা নামক বিরাট ও বিশাল প্রাসাদ। সমগ্র পৃথিবীতে এইরূপ মনোহর কারুকার্য্যখচিত এবং অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিলাস-বিভ্রম পরিপূর্ণ প্রাসাদ এ পর্য্যন্ত আর কখনও নির্ম্মিত হয় নাই। ৪০ হাজার লোক এই প্রাসাদে বাস করিত। আজও ইহার ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন! কি বিপুল ঐশ্বর্য্য, অতুলনীয় ভাস্কর-কৌশল এবং অপরিসীম পরিশ্রম যে, এই মহা প্রাসাদের জন্য ব্যয় হইয়াছিল, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। পৃথিবীতে এমন "এলাহি কারখানা" এমন বিরাট বিপুল বিচিত্র প্রাসাদ এবং শিল্প-ভাস্কর্য্য, ও বিলাসবিভ্রমের এ হেন বিশাল ভাণ্ডার আজ পর্য্যন্ত আর কখনও প্রতিষ্ঠিত

হয় নাই। গ্রাণাডার পার্শ্ববর্ত্তী এক পর্ব্বতের বিশাল পৃষ্ঠদেশ সমতল করিয়া তদুপরি মহাযশাঃ সোলতান ইব্‌নে আলআহমর এই অদ্বিতীয় মহা প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইউরোপ এশিয়া ও আফ্রিকার নানাদেশ ও জনপদ হইতে বহু সহস্র লোকের সাহায্যে এই প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য নানাজাতীয় উপকরণ ও সাজ সজ্জা সংগৃহীত হইয়াছিল।

বিংশতি সহস্রেরও বেশী লোক ক্রমাগত পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া এই মহাসৌধের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করেন। রোমের পোপের সুবিখ্যাত ভাটিকান প্রাসা-দের ন্যায় দশটী প্রাসাদ একত্র করিলে এই প্রাসাদের সমতুল্য হইতে পারে! এক্ষণে পাঠক পাঠিকা! চিন্তা করুন, "আল্‌হামরা" কি বিরাট ও বিপুল কীর্ত্তি! স্পেন, পর্ত্তুগীজ, ফ্রেন্স এবং ইংলিশ ও ইটালীয়ান ভাষায় আল্‌হামরা প্রাসাদ সম্বন্ধীয় ইতিহাস, উপন্যাস,

কাব্য ও গল্প সংক্রান্ত অন্যূন ৬০০ শত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আল্‌হামরার কাহিনী লিখিয়া কত ঐতিহাসিক ও কবি যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। এক্ষণেও প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ভাস্কর ঐতিহাসিক কবি ও পর্য্যাটক আল্-হামরার দৃশ্য দেখিতে আগমন করেন। আল্-হামরা আজও জগতের সর্ব্ব প্রধান কীর্ত্তি। তাজমহল অপেক্ষাও আল্‌হামরার গৌরব অনেক বেশী। তাজমহল দেখিয়া লোকে প্রফুল্ল এবং আনন্দিত হয়; কিন্তু আল্‌হামরা দেখিয়া লোকে স্তম্ভিত এবং বিস্মিত হইয়া পড়ে। তাজমহল পৃথিবীর বক্ষে ভাস্কর্য্য শিল্পের একটী বিরাট গোলাপ ফুল, কিন্তু আল্‌হামরা জগতের বক্ষে বহু গোলাপের কমনীয় কুঞ্জ! বহু তাজের সৌন্দর্য্য একত্র মিশাইলে যাহা হয়, আল্‌হামরা তাহাই: আল্‌হামরা কবিত্বের বিরাট নন্দনকানন।

তাহার কক্ষে কক্ষে বক্ষে বক্ষে অনন্ত সৌন্দর্য্য অনন্ত ঐশ্বর্য্য এবং অনন্ত কারুকৌশলের বিপুল পরিচয়! সে কাহিনী বর্ণনা করিতে মহা কবির লেখনীও অক্ষম। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্‌ম্যাকারী এবং ডনপাস্‌কল বলেন যে, 'যিনি আল্‌হামরা দেখেন নাই, তিনি মহাপণ্ডিত হইলেও মানবীয় চিন্তা ও কল্পনা, কি চিত্তবিনোদন সৌন্দর্য্যের, গাম্ভীর্য্যের এবং কারুকৌশলের মহিমা প্রকাশ করিতে পারে, তাহা কখনই সম্যক রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন না।" বহু আরব ও খৃষ্টান কবি আল্‌হামরা দেখিয়া বলিয়াছেন, "স্বর্গ ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর সুন্দর ও মনোহর কিরূপে হইবে?"

বহুমূল্য রক্তপ্রস্তরে এই বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ন্যূনাধিক পাঁচশত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হর্ম্ম্য, সৌধ, অট্টালিকা ও প্রাসাদের সমবায়ে আল্‌হামরা গঠিত হইয়াছিল।

রক্ত বর্ণ মর্ম্মরে গঠিত বলিয়া ইহার নাম রক্ত প্রাসাদ বা আল্‌হামরা হইয়াছে।

প্রাসাদগুলির বিচিত্র কারুকার্য্য লতা-পাতার অঙ্কন, দামেস্কীয় তক্ষণ, আরবীয় প্রস্তর-সজ্জা, গ্রীসের খোদাই কার্য্য এবং পারসীক গথিক এবং রোমক ধরণের শিল্প-কার্য্যজনিত বিচিত্র সৌন্দর্য্য যার পর নাই মনোহর ছিল।

ভিতরের দেওয়াল ও ছাদ, নানাবর্ণের প্রস্তরের চমৎকার সম্মিলন করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল। স্বুবর্ণগলাইয়া সিংহ প্রাসাদের ছাদ ও দেওয়ালের অপূর্ব্ব সজ্জা রচিত হইয়াছিল। এই সমস্ত স্বুবর্ণের লতা ও পত্র পুষ্পের মঞ্জরীগুলি মণি-মুক্তা-খচিত ছিল। বিচিত্র কারুকার্য্যসমন্বিত কাশ্মিরী শাল এবং মূল্যবান বেনারসী শাটীর ন্যায় এই সমস্ত কারুকার্য্য যার পর নাই কৌশলপূর্ণ এবং মনোহর।

বেগম ও শাহজাদীগণের বাসগৃহগুলি শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরে মণ্ডিত ও চমৎকার সাজসজ্জায় ও কারুকৌশলে মনোজ্ঞ ছিল।

প্রাসাদের স্তম্ভগুলি যার পর নাই মনোহর এবং উন্নত ছিল। জালানাগুলির নক্সা ও জাফরীর কার্য্য যেমনি মসৃণ তেমনি মনোহর এবং কৌশলপূর্ণ ছিল। লাল, নীল, সবুজ, পাটল, বেগুণে, শ্বেত বিবিধ বিচিত্র বর্ণের প্রস্তরখণ্ডের সহিত মণি মুক্তা বিখচিত করিয়া অতি অপূর্ব্ব জাঁকজমকে প্রমোদপ্রাসাদটী সজ্জিত করা হইয়াছিল। এই প্রাসাদের কারুকার্য্যের জন্য এক শত মণ স্বর্ণ, তিন হাজার মণ রৌপ্য এবং তের মণ মণি মুক্তা ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহার সপ্ত সহস্র দ্বার ও জানালায় কাংস্য লৌহ এবং মূল্যবান আবলুস কাষ্ঠের কপাট ছিল। সমস্ত কপাটই অতুলনীয় কারুকার্য্য খচিত ছিল।

প্রাসাদের সম্মুখস্থ বিরাট জলাশয় এবং প্রাঙ্গণমধ্যস্থিত কৃত্রিম হ্রদ ও ঝিলগুলি সম্পূর্ণ ভাবেই স্বভাবসুন্দর ছিল। নানা দেশীয় জলজ পুষ্পরাশিতে সকল সময়েই সরোবরগুলি প্রমোদিত থাকিত।

দরবার প্রাসাদে ৪টী সিংহের উপরে একটী অপূর্ব্ব সিংহাসন রক্ষিত ছিল। সিংহ-মূর্ত্তিগুলি যার পর নাই রমণীয় ছিল। এই প্রাসাদটী একশত আটাশটী অতি দীর্ঘ এবং চমৎকারগঠন স্তম্ভের উপর অবস্থিত ছিল। ইহার বিরাট কক্ষ সৌন্দর্য্য ও বিশালতায় অতুলনীয় ছিল! স্তম্ভাবলীর শীর্ষদেশে অতি মনোহর লতা কুঞ্জ খোদাই করা হইয়াছিল। আজ্‌জোহরা প্রাসাদের দরবারগৃহ হইতে আল্‌হামরার দরবার-গৃহ সাজসজ্জা জাঁক-জমক এবং গঠন-সৌন্দর্য্যে কোনও অংশেই ন্যূন ছিল না। পণ্ডিতবর্গের সম্মিলন দিবসে কিম্বা কোনও রাজ্যের রাজা, রাজপুত্র কিম্বা

রাজপ্রতিনিধির আগমনে বিশেষ আড়ম্বরে দরবারের অধিবেশন হইত।

আল্‌হামরার অন্যান্য প্রাসাদ ও সৌধ গুলির অসংখ্য চূড়া মিনার কার্ণিস্ স্তম্ভের স্তবক সমস্তই কবি-চিত্ত-বিনোদন সৌন্দর্য্যের আধার ছিল!

প্রমোদ প্রাসাদে স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত এবং মণি মুক্তা খচিত কৃত্রিম ফলপুষ্প বৃক্ষলতার এক অতি চমৎকার উদ্যান ছিল! আল্‌-হামরা প্রাসাদের সঙ্গীত গৃহ অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক কৌশলে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সঙ্গীতের স্বর লহরী ইহার গম্বুজ এবং প্রাচীরে প্রতি-ধ্বনিত হইয়া অতি সুস্পষ্ট ও সমুচ্চ হইয়া উঠিত। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে গান করিলেও ইহার সমস্ত হলে তাহা প্রতিধ্বনিত হইত। সঙ্গীতের জন্য এমন উপযুক্ত প্রাসাদ আর কখনও নির্ম্মিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। হলের দ্বিতলের গ্যালারীতে স্ত্রীলোকদিগের

বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। স্ত্রীলোকদিগের আসনের সম্মুখে শ্বেত প্রস্তরের ঝালর এবং জাফরীযুক্ত এমন রমণীয় পর্দ্দা ছিল যে, ঈষদ্দূর হইতে তাহা রেশমী বস্ত্র নির্ম্মিত পর্দ্দা বলিয়া বোধ হইত। শ্বেত পাথরের উপরে এমন সূক্ষ্ম মসৃণ কারুকার্য্য এবং লতাপাতার চমৎকার খোদাই আর কোথায়ও বা বুঝি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল না। আল্‌হামরা নির্ম্মাণে কেবল যে জলের মত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল তাহা নহে, ইহার নির্ম্মাণ কল্পে তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ভাস্কর এবং শিল্পিগণকে মস্তিষ্কের বিপুল চালনা করিতে হইয়াছিল। প্রাসাদের প্রত্যেক কক্ষেই জলের ধারা, নল-সংযোগে নীত হইয়াছিল! দ্বিতল ত্রিতল কক্ষেও বৈজ্ঞানিক উপায়ে জল তোলা হইয়াছিল। দারো নদীর সুনির্ম্মল জলধারা অসংখ্য নহর, চৌবাচ্চা, এবং ফোয়ারায় উৎসারিত এবং প্রবাহিত করা হইয়াছিল। উদ্যানস্থ

নহরের জলে চীনদেশীয় নানাবর্ণের মৎস্য আনিয়া প্রতিপালন করা হইয়াছিল! বেগম ও শাহ্‌জাদীদিগের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য বহু-সংখ্যক মৎস্যের নাকে মতির নথ গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নহরের নির্ম্মলজলে এই সমস্ত মৎস্যের বাহার দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত! ফলতঃ মানবের মস্তিষ্ক, সুখ, শান্তি, আরাম, আয়েস, সৌন্দর্য্য, সুরুচি এবং ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতায় যতদূর কল্পনা করিতে পারে, আল্‌হামরা তাহার চরম নিদর্শন স্বরূপ ছিল।

আল্‌হামরার মস্‌জিদ।

আল্‌হামরা প্রাসাদস্থ মস্‌জিদটীও বিরাট ও রমণীয় ছিল। ইহার বিরাট গম্বুজ ও মিণার চতুষ্টয় যেমন বৃহৎ তেমনি উচ্চ ছিল। গ্রাণাডার সোলতানগণের প্রায় সকলেই এক একটী মস্‌জিদ ও কলেজ স্থাপন করিয়া-ছিলেন। সেই সমস্ত মস্‌জিদের অধিকাংশই অতীব মনোহর ছিল।

পোষাক পরিচ্ছদ।

কর্ডোভার পরে এখানেই পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য সাধিত হইয়াছিল। এখানেই আরব ও ফরাসীদিগের পরিচ্ছদের সংমিশ্রণে অধিকতর সুন্দর পরিচ্ছদের প্রচলন হইয়াছিল। পূর্ব্বদেশের ন্যায় বৃহৎ পাগড়ীর পরিবর্ত্তে, সুন্দর সুন্দর টুপী ও ক্ষুদ্র আকারের পাগড়ীর প্রচলন হইয়াছিল। স্ত্রীলোকেরা কারুকার্য্য করা ঢিলা পাজামা, এক প্রকার কামিজ ও তাহার উপরে মূল্যবান বডিস পরিধান করিতেন। বাহিরে যাইতে হইলে সরু আস্তিনের কৃষ্ণবর্ণের এক প্রকার চোগা ও টুপী পরিয়া স্ত্রীলোকেরা বাহির হইতেন। এই বেশে তাঁহাদিগকে যেমন সুন্দর তেমনি গম্ভীর দেখাইত। স্ত্রীলোকদিগের দস্তুরমত স্বাধীনতা ছিল। মস্‌জিদ, ঈদ্‌গাহ এবং

সভা সমিতিতে সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকদিগের অবাধ গতি ছিল। স্ত্রীলোকদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখা পুরুষদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য ছিল। মুরিস আরবগণ স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সর্ব্বদাই উচ্চ ধারণা এবং উচ্চমত পোষণ করিতেন। এজন্য স্পেনেও বোগদাদের ন্যায় স্ত্রীজাতি উন্নত চরিত্র ও উন্নত হৃদয় লাভ করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। এজন্যই স্পেনের সর্ব্বত্রই বহুসংখ্যক বিদুষী দৃঢ়প্রকৃতির চরিত্র-বতী মহিলা জন্মগ্রহণ করিয়া বহু সংখ্যক প্রতিভাশালী সন্তানের জন্ম দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিক্ষা ও স্বাধীনতা পুরুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব লাভের যেমন প্রধানতম উপায়, স্ত্রী জাতির পক্ষেও উহা ঠিক সেইরূপ মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র পথ। এই গভীর সত্য স্পেনীয় মোস্‌লেমগণ সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। হায়! আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি

এই মহাসত্যের তত্ত্ব বুঝিয়াও নিজেদের দুর্ব্বলতা এবং অদূরদর্শিতা বশতঃ স্ত্রীলোক-দিগকে অবরোধে বন্দিনী এবং অজ্ঞান অন্ধ-কারে নিমজ্জিতা করিয়া সমস্ত সমাজ-শরীরটা পচাইয়া তুলিতেছে! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম স্ত্রীলোকদিগের অবরোধ-প্রথা আদৌ সমর্থন করে না, উহাই এদেশে একটী প্রধান ধর্ম্ম-কার্য্য বলিয়া গণিত হই-তেছে! স্ত্রীলোকদিগের বন্দী দশা যাহা সভ্যতা ও ধর্ম্মের চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত ও কলঙ্কজনক, তাহাই আমাদের নিকট গৌরব-কর ও ধর্ম্মজনক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে!

কর্ডোভার ন্যায় গ্রাণাডাতেও স্ত্রীলোক-দিগের স্বতন্ত্র চিকিৎসা বিদ্যালয় ও হাস-পাতাল ছিল। বহু মহিলা চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ফ্রান্স, ইটালী এবং অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় রাজ্যের রাণী কুমারী এবং সম্ভ্রান্ত কুলমহিলাদিগের

চিকিৎসার জন্য, মধ্যে মধ্যে স্পেন হইতে নারী চিকিৎসকদিগের আহ্বান হইত। হায়! স্পেন, তোমার সেই গৌরবকাহিনী কে আর স্মরণ করবে? তুমি মোস্‌লেম গৌরবের মহা সমাধি! তোমার অণু রেণুতে মোস্‌লেম মহিমা বিজড়িত!

শিল্প।

কর্ডোভার ন্যায় গ্রাণাডাতেও নানাবিধ শিল্পের উন্নতি ও বিকাশ হইয়াছিল। কাগজ, রেশমী বস্ত্র, লৌহের অস্ত্র শস্ত্র, হস্তিদন্তের শিল্প, কাঠের খোদাই, পাথরের কারুকার্য্য, তাম্র ও কাংস্য পাত্রের গঠন প্রণালী, সূচী শিল্প প্রভৃতি অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। গ্রাণাডার তরবারী ও ছুরী দামেস্কের তরবারী ও ছুরির ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সুগন্ধি সাবান, উৎকৃষ্ট কাগজ, মোম-

বাতি, রেশমী বস্ত্র, লৌহের অস্ত্র, বহুমূল্য গালিচা এবং মখমল এখান হইতে নানাস্থানে প্রেরিত হইত। সঙ্গীত সম্বন্ধীয় বীণা, এস্রাজ, রুদ, হার্প প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের পরিবর্ত্তন ও উন্নতি এখানেই হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানাবিধ তত্ত্ব ও মূল্যবান্ ঔষধ এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

বিদ্যালোচনা।

চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতিষ কাব্য এবং গণিত ও দর্শন গ্রাণাডার বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। দুইশত কলেজ ও উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় নরনারীর জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের নিকট বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য বহু সহস্র ছাত্র নিযুক্ত থাকিত। কৃষিবিদ্যার অনেক

নূতন তত্ত্ব এবং নূতন নূতন যন্ত্র এখানে প্রস্তুত হইয়াছিল।

গ্রাণাডার বিভিন্ন পর্ব্বত শৃঙ্গে পাঁচটী মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানে আকাশের অতি উৎকৃষ্ট মানচিত্র রচিত হইয়াছিল। ভূগর্ভ হইতে উর্দ্ধে জলোত্তোলনের বিচিত্র যন্ত্র এবং জয়তুন হইতে তৈল বাহির করিবার জন্য এক অভিনব প্রকারের কলের আবিষ্কার হইয়াছিল। এখানে গ্লোবের (Globe) সাহায্যে ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হইত। তাঁতিরা শ্বেতবর্ণ রেশমী কাপড়ের উপর পৃথিবীর এবং নানা দেশের চিত্র তাঁতের সাহায্যে অঙ্কিত করিয়া দিত। আরবী ভাষায় উক্ত প্রকারের শ্বেত রেশমী বস্ত্রে অঙ্কিত চিত্রকে "আৎলাস" বলা হইত। এই 'আৎলাস' শব্দ হইতে ইউরোপের নানা ভাষায় ভূচিত্রের নাম "এট্‌লাস" (Atlas) বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে!

গ্রাণাডার রাজদরবারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনী সভায় দর্শনশাস্ত্রের তুমুল আলোচনা হইয়াছিল। উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের প্রায় সকলেই কোনও না কোনও শ্রেণীর দার্শনিক দলভুক্ত ছিলেন। গ্রীক ও আরব দর্শনের বিশেষ উন্নতি ও আলোচনা হইয়াছিল।

ঈশ্বরবাদ, প্রকৃতিবাদ, পরমাণুবাদ, শক্তি-বাদ, সংশয়বাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, জড়-বাদ, আত্মার বিবর্ত্তন. আত্মার বিনাশ, চির অমরতা, পাপপুণ্যের দায়িত্ব, পাপপুণ্যের অদায়িত্ব, সৃষ্টির বৈষম্য, সৃষ্টির অপূর্ণতা, প্রকৃতির চৈতন্য, প্রকৃতির অন্ধতা, মানব জাতির ক্রমোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে তুমুল দার্শনিক আলোচনা ও গবেষণা হইয়াছিল। দার্শনিক মত পোষণ করা এবং দার্শনিক বলিয়া দাবী করা শিক্ষিত লোকের নিকট গৌরবের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সাধা-রণ লোকেও প্রত্যেক বিষয়ের দার্শনিক তত্ত্ব

অনুসন্ধান করিত। মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, জননবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েরও প্রখর আলোচনা হইয়াছিল। বিজ্ঞান যে মানব-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা আলোচ্য ও আবশ্যকীয় বিষয়, বিজ্ঞানই যে অজ্ঞান মানবের উন্নতি-পথ-প্রদর্শক, স্পেনীয় মোস্‌লেমগণই, এই মহাসত্য বর্ব্বর ইউরোপীয়-দিগের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছিলেন! হায়! মুসলমান! কবে আবার তোমার মনে বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগ ফুটিয়া উঠিবে? কবে আবার তোমার হীনতার অন্ধকার দূরীভূত হইবে?

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং স্পেনের অন্যান্য নগরীর শিক্ষা সভ্যতা ও সুরুচির বিবরণ দিতে ক্ষান্ত হইলাম। তবে পাঠক পাঠিকা! জানিয়া রাখুন, স্পেনের সারাগোসা, কার্থেজেনা, আলমোরিয়া, সেভিল কাডিজ, ভালেন্সিয়া, করুণা, মালাগা প্রভৃতি

নগরেও শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোত খরতর তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছিল! ফলতঃ স্পেন সাম্রাজ্য সুখ ও সৌভাগ্যে জ্ঞান ও সম্পদে বাণিজ্য ও ব্যবসায়ে, কৃষি ও শিল্পে শিক্ষা ও সভ্যতায়, রুচি ও বিলাসে, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে 'গুলেস্তান' ও 'পরিস্তান' বলিয়া অভিহিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করিয়াছিল। স্পেনের গৌরবচ্ছটা সমস্ত পৃথিবীকে মুগ্ধ করিয়াছিল! হায়! তাই বুঝি সর্ব্ব ধ্বংস-কারী নিদারুণ কাল অকস্মাৎ অজ্ঞান ও নৃশংস প্রকৃতি স্পানিয়ার্ডদিগের নির্ম্মম আক্র-মণে ইহার সমস্ত গৌরবস্তম্ভ চূর্ণ করিয়া দিল! পৃথিবী সুন্দরী তাহার বহুমূল্য আভরণ বিহীন হইয়া কাঁদিয়া উঠিল! তাহার পর পৃথিবী বহুমূল্যবান অলঙ্কার লাভ করিয়াছে বটে; কিন্তু হায়! আজও স্পেনের জন্য তাহার দীর্ঘ নিশ্বাস থামিয়া যায় নাই!